বুরকিনা ফাসোতে মসজিদে হামলা, নিহত বহু মুসল্লি

সারে-জমিন

সায়েন্স সিটির কাছে গ্রেফতার নওশাদ

রূপসী বাংলা

ব্রিটেনের রাজনীতিকেরা মুসলিম বিদ্বেষ তাতাচ্ছেন

সম্পাদকীয়

বিদ্যালয় পড়ুয়াদের মধ্যে মানসিক আচরণগত সমস্যা

স্টাডি পয়েন্ট

রঞ্জিতে শেষ দুই ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরি, জুটিতে ২৩২ রান

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
১৫ ফাল্গুন ১৪৩০
১৭ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 57 ■ Daily APONZONE ■ 28 February 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ভোটের আগেই চালু হতে পারে সিএএ

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে আদর্শ আচরণবিধি (এমসিসি) কার্যকর হওয়ার আগে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এর নিয়মগুলি অবহিত করতে পারে। চলতি মাসের শুরুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, এ বছর লোকসভা নির্বাচনের আগেই সিএএ কার্যকর করা হবে। এখন এমসিসি কার্যকর হওয়ার আগে যে কোনও সময় সিএএ বিধি সম্পর্কে অবহিত করতে পারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (এমএইচএ)।

সিএএ ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে হিন্দু, শিখ, জৈন, পার্সি, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অভিবাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করে। সিএএ এই প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আসা শরণার্থীদের সহায়তা করবে, যাদের নথি নেই।

সূত্র আরও জানিয়েছে যে একটি অনলাইন পোর্টাল নিবন্ধনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। সূত্রের খবর, ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য নয়টি রাজ্যের ৩০ টিরও বেশি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর সংসদে সিএএ পাস হয়। বিষয়টি ভারতজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল।

বাংলা ভিখারি নয়, কেন্দ্রের কাছে চাইছি হকের টাকা: মুখ্যমন্ত্রী

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: লোকসভা ভোটের আগে আরও একবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বাংলার বকেয়া নিয়ে সরব হলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমত বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পুরুলিয়ার শিমুলিয়া ব্যাটারি ময়দানে এক প্রশাসনিক সভায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা তুলে ধরে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বাংলা তার হকের টাকা চায়। বাংলা ভিখারি নয়। ভিক্ষের টাকা চায় না বাংলা। আবাস যোজনার টাকা আটকে রাখায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দেন, কেন্দ্র টাকা না দিলে রাজ্য সরকার নিজেই সেই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাড়ি তৈরি করে দেবে। লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে মমতা মূলত জঙ্গলমহলের মানুষদের আশ্বস্ত করেন, মা মাটি মানুষের সরকার রাজ্যের মানুষের পাশেই থাকবে। বাংলার উন্নয়নে তাদেরকে শরিক করবেন। এদিন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে শ্যাম স্টিলের ১৫০০ কোটির টাকার প্রকল্পের সূচনাও করেন।

মঙ্গলবার পুরুলিয়ার সভা থেকে মমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ নিয়ে সরব হন। তবে এদিন মমতার ভাষণের সিংহভাগই ছিল বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা প্রসঙ্গ। একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনার টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না বলে তিনি বারে বারে অভিযোগ তোলেন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাংলার প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ এই নতুন নয়।

বছর খানেক ধরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ধর্না, বিক্ষোভ আন্দোলনে রাজ্যের মানুষকে বার্তা দিতে চেয়েছেন, বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা অব্যাহত। সেই আন্দোলন পৌঁছে যায় দিল্লিতেও। দিল্লিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করলেও তাতে কাজের কাজ কিছু হয়। এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার বকেয়া আদায়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাদেরকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, একশো দিনের বকেয়া টাকা রাজ্য সরকারই দিয়ে দেবে। সেই মতো ইতিমধ্যে রাজ্য জুড়ে একেশো দিনের কাজের শ্রমিকদের বকেয়া দেওয়াও শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। এবার তিনি বাংলার বকেয়া টাকাকে হকের টাকা বলে অভিহিত করলেন।

মমতা এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বাংলা ভিখারি নয়। ভিক্ষের টাকা চায় না বাংলা। বাংলা তার হকের টাকা চায়। তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে রাজি নন মমতা। তাই একশো দিনের কাজের শ্রমিকদের টাকা মেটাতে শুরু করেছেন। অন্যদিকে, আবাস যোজনার বকেয়া নিয়ে মমতা বলেন, তিনি অর কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে চান না। বাংলার ন্যায্য দাবি আদায় সময় সীমা দিয়েছেন আগামী ১ এপ্রিল।

পুরুলিয়ার সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেন, কেন্দ্র যদি ১ এপ্রিলের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বকেয়া মেটাতে না পারে, তাহলে তার সরকার রাজ্যের দরিদ্রদের জন্য ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরি করে দেবে। আমরা টাকা পরিশোধ করব। আমরা ভিক্ষুক নই, আমরা যা চাইছি তা আমাদের ন্যায্য পাওনা।

রাজ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ একশো দিনের কাজের সুবিধাভোগী রয়েছেন স্মরণ করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তারা সকলেই টাকা পাবেন।

ভোটের সময় কেন্দ্রকে জবাব দিতে হবে কেন তারা রাজ্যের আদিবাসীদের বকেয়া টাকা দেয়নি। রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত পুরুলিয়া তার অন্যতম পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। ২০১৯ সালে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রে জিতেছিল বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানান, তিনি ৩৬২ টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। দিনে ৩০ কোটি।

এভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সবই যদি আমরা দেব। নির্বাচনের সময় এসে বলব উজালা দেব। ভোটের পর উজালা ফাজালা হয়ে যাবে। ...বড় বড় কথা বলে, কোনও কাজ করে না। আমরা যা বলি করে দেখাই।

লোকসভা ভোট আসন্ন। গতবারের লোকসভা ভোটে এই পুরুলিয়া থেকে জিতেছিল বিজেপি। কিন্তু বিজেপি কোনও উন্নয়ন করেনি বলে অভিযোগ করেন মমতা। এ নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, আগের বারে এখান থেকে বিজেপি জিতে গিয়েছিল। জিতে যাওয়ার পরে কিছু করেছিল? ইলেকশনের আগে এসে ভয় দেখাবে। কিছু টাকাপয়সা দেবে। আর কিছু মিথ্যা, খারাপ-খারাপ কথা বলবে। আপনারা শুনবেন না। ভোট হয়ে গেলেই ওরা পালিয়ে যাবে। আমরা কিন্তু বাংলায় ৩৬৫ দিন থাকব। তাই বলি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা আমরাই কিন্তু ভরসা। আমাদের সরকারই আপনাদের ভরসা। আমরা মানুষের পাশে ছিলাম, আছি, থাকব।

এদিন বিজেপিকে ফের দাঙ্গাবাজ বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কোনও টাকাপয়সা দিচ্ছে না। ৪৫৫ টা টিম পাঠিয়েছে। আর রোজ দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করে। আগুন নিজেরাই লাগায়, লাগিয়ে বলে লাগাল কে জবাব দাও। কোথাও গন্ডগোল হয় না, দেখবেন বিজেপির পঞ্চায়েতগুলিতেই গন্ডগোল হয়। এর কারণ কী? তার কারণ তারা লুটেপুটে খায় আর মানুষকে মারধর করে।

এদিন দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে মমতা বার্তা দেন।

তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, আমি প্রত্যেক জনপ্রতিনিধিকে বলব, একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবেন। মনে রাখবেন, মানুষই আপনাদের জিতিয়ে এখানে এনেছেন। মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তখন কেউ তাকিয়েও দেখবে না, পুছেও দেখবে না। এই কথাটা বিশ্বাস করলে তবেই আমার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস করবেন। আর না হলে বাড়ি যান, কংগ্রেস করুন, বিজেপি করুন, সিপিএম করুন, আমার কোনও আপত্তি নেই।

টসে হেরে গেলেন অভিষেক মনু সিংভি

তিন রাজ্যে রাজ্যসভার ভোটে ব্যাপক ক্রস ভোটিং

আপনজন ডেস্ক: রাজ্য সভার ভোটে ব্যাপকভাবে ক্রস ভোটিং হল। তার ফলে রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচনে এবার এক নতুন ঘটনার সূত্রপাত হল। হিমাচল প্রদেশে থেকে শুরু করে কর্নাটক কিংবা উত্তরপ্রদেশ, সর্বত্রই ক্রস ভোটিং হয়েছে। হিমাচল প্রদেশে কংগ্রেসের শাসন থাকলেও সেখানকার বেশ কয়েকজন কংগ্রেস বিধায়ক বিজেপিকে ভোট দেওয়ায় কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক মনু সিঙভি পরাজিত হয়েছেন। আবার কর্নাটকে বিজেপি বিধায়ক ক্রস ভোটিং দিয়েছেন কংগ্রেসকে। তবে, কর্নাটকে রাজ্যসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের তিন প্রার্থীই জয়ী হয়েছেন। একজন বিজেপি প্রার্থী এবং একজন জেডিএস প্রার্থী জিতেছেন। একজন বিজেপি বিধায়কও ক্রস ভোট দিয়েছেন এবং একজন ভোটদানে বিরত ছিলেন। নির্দল বিধায়করা কংগ্রেসের সমর্থনে ভোট দিলেও অজয় মাকেন, নাসির হুসেন এবং জিসি চন্দ্রশেখর কংগ্রেস থেকে জয়ী হয়েছেন। সেখানে একজন বিজেপির নারায়ণ ভান্ডে এবং একজন জেডিএসের কপিন্দর রেড্ডি জয়ী হয়েছেন।

নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছে ৪৭ ভোট। সেখানে কংগ্রেস ১৩৯ ভোট এবং জেডিএস পেয়েছে ৩৬ ভোট। কর্নাটকে, নির্দল বিধায়ক জনার্ধন রেড্ডি, লথা মল্লিকারঞ্জন, পুট্টস্বামী গৌড়া এবং দর্শন পাটনাইয়া কংগ্রেস প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। রাজ্যসভা নির্বাচনে ভোটের আগেও ক্রস ভোটিংয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছিল। কংগ্রেস দল তার সমস্ত বিধায়ককে ব্যক্তিগত রিসর্টে স্থানান্তরিত করেছে।

কর্নাটক থেকে পাঁচজন প্রার্থী ছিলেন, যার মধ্যে কংগ্রেস থেকে অজয় মাকেন, সৈয়দ নাসির হুসেন এবং জিসি চন্দ্রশেখর, বিজেপির নারায়ণ ভান্ডে এবং জেডিএস থেকে কপিন্দর রেড্ডি। কর্নাটকে, রাজ্যসভায় নির্বাচিত হতে একজন প্রার্থীর ৪৫টি ভোট প্রয়োজন ছিল। নির্বাচনে কংগ্রেসের অজয় মাকেন ৪৭ ভোট, নাসির হুসেন ৪৭ ভোট এবং জিসি চন্দ্রশেখর ৪৫ ভোট পান। সেখানে বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ৪৭ ভোট এবং জেডিএস প্রার্থী পেয়েছেন ৩৬ ভোট।

উত্তরপ্রদেশে ১০টি রাজ্যসভার আসনের মধ্যে বিজেপি আটটিতে জিতেছে। আর সমাজবাদী পার্টি দুটিতে জিতেছে। তবে, সাতজন সমাজবাদি পার্টি, একজস এসবিএসপি ও একজন বহুজনসমাজপার্টির বিধায়ক বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন।

রাজ্যসভা নির্বাচন নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে চলমান অস্থিরতার মধ্যে মঙ্গলবার তিন টি রাজ্যের ১৫ টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই তিনটি রাজ্য হল উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং কর্ণাটক। ইউপির ১০টি, কর্নাটকের ৪টি এবং হিমাচল প্রদেশের একটি আসনে ভোট হয়েছে। ইউপিতে বড় ধাক্কা পেলেন এসপি। এখানে ৭ জন এসপি বিধায়ক বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, ১৫ টি রাজ্যে ৫৬টি রাজ্যসভার আসন খালি রয়েছে। এর মধ্যে ১২টি রাজ্যের ৪১টি রাজ্যসভার আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। বাকি আসনগুলোতে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলাফল শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

হিমাচল প্রদেশে রাজ্যসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী হর্ষ মহাজন। ভোট গণনায় দুই প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সমান এবং উভয় প্রার্থীই পেয়েছেন ৩৪টি ভোট। এরপর টস করে বিজয়ী প্রার্থী নির্ধারণ করা হয়। ৬জন কংগ্রেস এবং তিনজন নির্দল বিধায়ক ক্রস-ভোট করেছিলেন যার কারণে দলটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেস সরকারেও রাজ্যসভা নির্বাচনে জিততে পারেনি। কংগ্রেস তার প্রার্থী হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভিকে প্রার্থী করেছিল, আর বিজেপি ৪০বছর ধরে কংগ্রেসে থাকা হর্ষ মহাজনকে প্রার্থী করেছিল। ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে হর্ষ মহাজন বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে হিমাচল শাসন করছে। বিধানসভায় ৪০ কংগ্রেস, ২৫ বিজেপি এবং তিনজন নির্দল বিধায়ক রয়েছেন।

‘মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর’ বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে পতঞ্জলিকে নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্ট আজ ২৭ ফেব্রুয়ারি পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের পণ্যগুলিকে ‘ওষুধ’ হিসাবে বিজ্ঞাপন বা ব্র্যান্ডিং করার উপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং এই তথাকথিত ওষুধগুলি সমস্ত ধরণের প্রতিকার সরবরাহ করবে বলে দাবি করে “মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর” বিজ্ঞাপন বন্ধ করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

আদালত পতঞ্জলি আয়ুর্বেদকে অ্যালোপ্যাথির অন্য কোনও চিকিৎসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করতে নিষেধ করেছে। সপ্তাহ দুয়েক পর ফের এই মামলার শুনানি হবে। বিচারপতি হিমা কোহলি ও বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লার বেঞ্চ পতঞ্জলির মালিক বাবা রামদেব ও বিচারপতি আচার্য বালাকৃষ্ণনকে নোটিশ পাঠিয়ে জানতে চেয়েছে, আদালত অবমাননার মামলা কেন করা হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের নীরব থাকার সমালোচনা করে শীর্ষ আদালত বলেছে, সরকার চোখ বন্ধ করে বসে আছে।

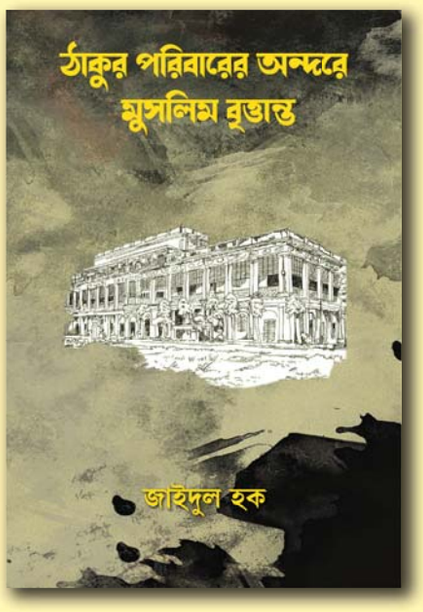

মঙ্গলবার আদালদের আদেশ অনুসারে, পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিজ (আপত্তিকর বিজ্ঞাপন) আইন ১৯৫৪-এ উল্লিখিত রোগ সম্পর্কিত পণ্যগুলির বিজ্ঞাপন দিতে পারবে না। এই আইনে মহিলাদের গর্ভধারণ প্রতিরোধ, মহিলাদের ঋতুস্রাবের ব্যাধি সংশোধন, যৌন পুরুষত্বহীনতা, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, আর্থ্রাইটিস, হৃদরোগ, গ্লুকোমা, রক্তচাপ, টাইফয়েড এবং ডায়াবেটিস, মস্তিষ্কের ব্যাধি, জরায়ু, স্নায়ুতন্ত্র এবং প্রোস্টেট গ্রন্থির ব্যাধি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই আইনে এ জাতীয় ৫৪টি রোগ ও ব্যাধি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। রামদেবের টিকাকরণ অভিযান এবং প্রমাণ-ভিত্তিক ওষুধের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য ২০২২ সালে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের দায়ের করা একটি আবেদনের শুনানি চলছিল। পিটিশনে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে পতঞ্জলির বিজ্ঞাপনে হাঁপানির মতো নির্দিষ্ট রোগ নিরাময়ের মিথ্যা দাবি করা হয়েছে।

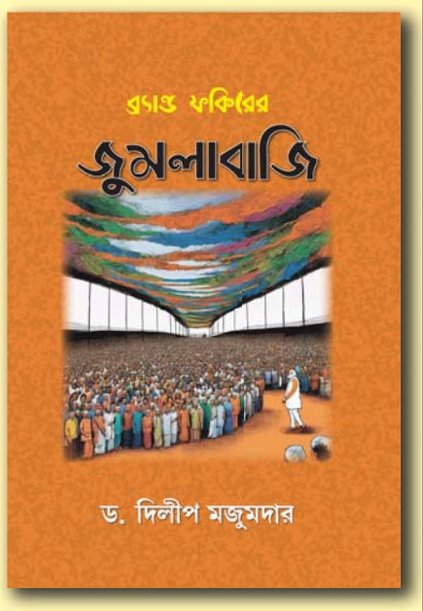

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত

জাইদুল হক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

আজই সংগ্রহ করুন

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

ব্যাঙ্গ ফকিরের
জুমলাবাজি

ড. দিলীপ মজুমদার

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান

বাকচর্চা
৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট
ফোন: ৭৮৯০১৪০৯৭৯ (সালমান হেলাল)

স্বপ্ন পূরণের সঠিক ঠিকানা
ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নকে সফল করে তোলে

R.H ACADEMY
Coaching Institute of Medical & Engineering

নিট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচের কোচিং এর জন্য ভর্তি চলিতেছে

ছাত্রদের পড়াশোনা, থাকা ও খাওয়ার জন্য হোস্টেলের সুব্যবস্থা রয়েছে

কৃতি ছাত্রছাত্রীদের কয়েকজন

CALL US : 9073758397
KAZIPARA, BARASAT , KOLKATA - 700124

প্রথম নজর

ফুটপাত দখলদারি রুখতে কড়া পদক্ষেপ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: ফুটপাত দখলদারি রুখতে কড়া পদক্ষেপ নদীয়ার কৃষ্ণনগর পৌরসভার অতি ব্যস্ততম শহরকে যানজট মুক্ত করতে তৈরি করা হয়েছিল চওড়া রাস্তা, কিন্তু রাস্তার দু'পাশের ফুটপাত দখল করে দোকান নিয়ে বসে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা,আর সেই কারণেই যানজটের দুর্ভোগে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। এবার ফুটপাত দখল রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিল কৃষ্ণনগর পৌরসভা। মঙ্গলবার দুপুর থেকেই কৃষ্ণনগরের অতি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার দুপাশের ফুটপাত দখলদারীদের দোকান তুলে নিতে নির্দেশ দেয় পৌরসভার প্রতিনিধিরা। যদিও একাধিক দোকান ফুটপাত থেকে তুলে দেওয়া হয়।এপ্রসঙ্গে পৌরসভার চেয়ারম্যান রিতা দাস বলেন,কৃষ্ণনগরের বেশ কয়েকটি রাস্তা খুবই ব্যস্ততম,কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করছে, ব্যবসায়ীরা। এর আগেও একাধিকবার তাদেরকে জানালেও কোন কর্ণপাত করেনি তারা, তাই কড়া হাতে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয় পৌরসভা। আগামী দিনে দখলদারীরা যদি স্বইচ্ছায় তাদের দোকান তুলে না নেন তাহলে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, নদিয়ার কৃষ্ণনগর প্রাচীনকাল থেকেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর।

বাস থেকে পড়ে আহত কলেজ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাঁথি

আপনজন: বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়ের এক ছাত্র চলন্ত বাস থেকে নীচে পড়ে যায়। বাসটি বাজকুল ঢোকার আগে দীঘা-নন্দকুমার জাতীয় সড়কে এই দূর্ঘটনাটি ঘটে।আহত কলেজ ছাত্রকে প্রথমে স্থানীয় নার্সিংহোমের ভর্তি করা হয়।পরে তাকে তমলুকে স্থানান্তরিত করা হয়।বর্তমানে ছেলেটি সুস্থ আছে বলে জানা যায়। ছাত্রটির নাম রঞ্জিত গিরি বিএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র,বাড়ি খেজুরির কলাগেছিয়া। চলন্ত বাস থেকে কি করে পড়ে গেল তা এখনও পরিষ্কার নয়।দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির কর্মচারীদের কাছ থেকে তা জানার চেষ্টা করে পুলিশ।

সন্দেশখালির পথে সায়েন্স সিটির কাছে গ্রেফতার নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার সায়েন্স সিটি থেকে গ্রেফতার হলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী। মঙ্গলবার সকালে বাসন্তী হাইওয়ে ধরে রওনা দিলে সায়েন্স সিটির কাছে কলকাতা পুলিশ আটকায়। তাকে আটকানো নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন নওশাদ। নওশাদ গ্রেফতারের কারণ জানতে চাইলেও পুলিশ তার সদুত্তর দিতে পারেনি বলে অভিযোগ। পুলিশের বক্তব্য সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। তাই সেখানে যাওয়অর আগে নওশাদ সিদ্দিকীকে আটকানো হয়েছে। একবারই দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার পীযূশ কুণ্ডু নওশাদকে জানান, ১৪৪ ধারা ভাঙার কারণে গ্রেফতার করা হচ্ছে। যদিও নওশাদের যুক্তি, সায়েন্স সিটি সন্দেশখালি থেকে ৬২ কিলোমিটার দূরে। আর এখানে কোনও ১৪৪ ধারা জারি নেই। তাই তাকে গ্রেফতারের যৌক্তিকতা নেই বলে দাবি নওশাদের। তবে, পুলিশের দাবি কোনও ধরনের আইনশঙ্খলার অবনতি যাতে না হয় সন্দেশখালিতে, তার জন্য আগে থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করতে নওশাদকে সায়েন্স সিটিতে আটকানো হয়েছে। যদিও নওশাদের অভিযোগ ১৪৪ ধারার জারি রাখার যুক্তি দেখিয়ে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ যা একেবারে অনৈতিক। নওশাদের আরও অভিযোগ, তার পরিকল্পনা ছিল বাসন্তী যাওয়ার। কিন্তু সেকথা পুলিশ শুনতেক নারাজ। তার ভেবেই নিয়েছেন সন্দেশখালি যাব। ফলে এই গ্রেফতার পরিকল্পিত বলে অভিযোগ নওশাদের।

টেট উত্তীর্ণদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ২০২২ প্রাথমিক টেট পাস ডিএলএড ঐক্যমঞ্চ পক্ষ থেকে এপিসি ভবন অভিযান ঘিরে মঙ্গলবার দুপুরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দীর্ঘক্ষণ করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ডের কাছে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। পুলিশ অবশ্য আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করে। এই পরিস্থিতির দরুন মঙ্গলবার দুপুরে বেশ কিছুক্ষণ সল্টলেকের করুণাময়ী বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় স্বাভাবিক যান চলাচল ব্যাহত হয়। লোকসভা ভোটের আগে ন্যূনতম ৫০০০০ শূন্যপদে ২০২২ প্রাথমিক টেট পাসদের অবিলম্বে ইন্টারভিউ নোটিশ এর দাবিতে ২০২২ প্রাথমিক টেট পাস ডি এল এড ঐক্যমঞ্চ পক্ষ থেকে এপিসি ভবন অভিযান। আন্দোলনকারীদের দাবি, টেট-২০২৩ এর রেজাল্টের আগে, ছয় বছর বঞ্চিত টেট-২০২২ পাসদের সুযোগ দিতে, সমস্ত জেলার আপ টু ডেট শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। আরটিই আইন মেনে সমস্ত প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত করে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, বছরে দুবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে, টেট-২০২২ পাস করা সকলের নাম, রোল নং, ট্রেনিং ধরণ, টেট মার্কস, কাস্ট, ক্যাটাগরি, যাবতীয় তথ্য পিডিএফ আকারে প্রকাশিত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এক্সামটেড ক্যাটেগরিতে শূন্যপদ পূরণ করতে পর্যাপ্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে বাকি থাকা শূন্যপদ নন এক্সামটেড ক্যাটেগরি থাকা প্রার্থী দিয়ে পূরণ করতে হবে। আন্দোলনকারীরা হুংকার দিয়েছে লোকসভা ভোটের আগে তাদের দাবি পূরণ না হলে তারা আরো বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৬২১ কোটি টাকা

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের বাজেট সাধারণ সভাতে অনুমোদিত হলো। এবারের বাজেটে গত বছরের তুলনায় প্রায় ১১ শতাংশ আর্থিক বরাদ্দ বেড়েছে। মোট বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৬২১ কোটি টাকা।

৭৮ আসন বিশিষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদে তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা ৭২ জন এবং কংগ্রেস ও সিপিএমের প্রতীকে ৬ জন জয়ী সদস্য রয়েছেন।

যদিও এই বাজেটকে তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে বাম-কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। কংগ্রেস সদস্য মহম্মদ তোহিদুর রহমান সুমন বলেন," যে সমস্ত প্রকল্পগুলোতে ঠিকাদারি খাতে অর্থ বরাদ্দের সুযোগ বেশি রয়েছে সেখানেই এবারের বাজেটে বেশি করে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষার মত বিভিন্ন

ক্ষেত্রগুলো এবারের বাজেটে উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা বলেন,"রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশ মতো জেলার প্রান্তিক এলাকার উন্নয়নের জন্য এবারের বাজেটে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই রাস্তাঘাট ,পানীয় জল এবং অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বাজেটে বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে।"

এবারের বাজেটে বিরোধীদের মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রুবিয়া সুলতানা বলেন," বিরোধীদের কাছে খসড়া বাজেট বহু আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মতামত জানানোর জন্য কুড়ি দিনের সময়ও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিরোধীরা কোনও মতামত জানাননি।" রুবিয়া সুলতানা বলেন," এবারের বাজেটে পরিকাঠামোর পাশাপাশি শিক্ষা খাতেও বিপুল টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রায় ৯৬ কোটি টাকা এবার শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে।"

আজকের বাজেট পাশের শেষ লগ্নে সভার তাল কাটে তৃণমূল সদস্যা তথা গত জেলা পরিষদ বোর্ডের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শাহানাজ বেগমের প্রশ্নে। তিনি অভিযোগ করেন- সভাধিপতি নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে বেশি করে গাড়ির তেল তুলছেন এবং সরকারি অতিথিশালা ব্যবহার না করে অনেক টাকার হোটেল বিল করছেন। এই অভিযোগের জবাবে রুবিয়া সুলতানা বলেন, "কেউ যখন অভিযোগ করছেন সেটা কতটা যুক্তিসঙ্গত সেটাও দেখার দরকার আছে। এই দাবির সত্যতা কতটা আছে সেটাও দেখার দরকার আছে।"

বনগাঁ পুনরুদ্ধারে গোপাল, সমস্যা সমাধানে 'দুয়ারে চেয়ারম্যান'

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: আসন্ন লোকসভা ভোট, তার আগে বনগাঁবাসীর সমস্যার কথা জানতে প্রত্যেকটি বুথে বুথে, সাধারণ মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছাচ্ছেন বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান ও তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠ, পাশাপাশি সভা করে তুলে ধরছেন উন্নয়নের খতিয়ান। চট পেতে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন, সমস্যার সমাধানে যথাযথ চেষ্টাও করছেন। এমনটাই চিত্র দেখা গেল বনগাঁয়। ২০১৯ সালের লোকসভা থেকেই মতুয়া ভূমি কার্যত বিজেপির দখলে। অস্বস্তিতে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, আর সেই বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রটি আগামী লোকসভা ভোটে পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি শুরু করেছে তৃণমূল । বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রকল্পের এবং কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যেমনভাবে একতরফা প্রচার সারছে তৃণমূল ঠিক তেমনি বনগাঁ লোকসভা এলাকার সমস্ত তৃণমূল নেতারই লক্ষ্য আগামী লোকসভা ভোটে বনগাঁকে পুনরুদ্ধার করা। আর সেই জমি দখলের লড়াইয়ে মাঠে নেমে পড়েছে ছোট বড় সমস্ত নেতাই, সেই তালিকায় কিছুটা হলেও এগিয়ে রয়েছেন বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান ও তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠ। দলীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিনি যেভাবে কাউন্সিলর সহ দলীয়

কর্মীদের সাথে নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছাচ্ছেন ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেকটি বুথে কর্মীসভার মধ্যে দিয়ে সারা বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে গোপালবাবু বলেন 'সারা বছর ধরে কি কাজ করলাম তা মানুষকে জানানো প্রয়োজন এবং মানুষের ছোটখাটো যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলোও জানা প্রয়োজন। বুথে বুথে গিয়ে চট পেতে মানুষের সাথে বসছি, তাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনছি, ছোটখাটো সমস্যা হলে সাধ্যমতো সমাধানের চেষ্টা করছি, তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা মানুষের কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে। জনকল্যাণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চালু হওয়া রাজ্য সরকারের ৭২টি প্রকল্প সম্পর্কে অবগত করানোর পাশাপাশি, সমস্ত ধরনের পরিষেবা সাধারণ মানুষ যথাযথ পাচ্ছেন কিনা তাও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকটি পরিবারের কাছে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি, বনগাঁ পৌরসভার আওতায় থাকা কোনো পরিবার যাতে রাজ্য সরকারের কোনোও পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন তার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর, পাশাপাশি প্রত্যেকটি পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তুলতে আমরা যথাযথ চেষ্টা করছি ' বলেও জানান গোপাল শেঠ। এ দিন তিনি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা তুলে ধরে বিজেপি এবং মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেন। গোপালের দাবী মমতাই একমাত্র নেত্রী যদি দেশের সমস্ত রকম সমস্যার সমাধান করতে পারেন। বিরোধীদের কটাক্ষে অবশ্য কান দিতে চাননি পৌরপ্রধান ও তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আজ বাঁকুড়ায় প্রশাসনিক সভা মমতার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বাঁকুড়ায় পা রেখেছেন । প্রথমে তিনি বাঁকুড়া স্টেডিয়ামের অস্থায়ী হেলিকপ্যাড নামেন তারপর ভৈরব স্থান মন্দিরে পূজো দেন এবং পুজো শেষে প্রায় এক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে সার্কিট হাউসের সামনে আসেন । সেখানে ঢাক বাজান তিনি । দলীয় কর্মীরা রাস্তার দুদিকে ভিড় জমিয়েছিলেন । এই মুহূর্তে তিনি সার্কিট হাউসে রয়েছেন এবং আজ সার্কিট হাউসের রাত্রিযাপনের কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ।

বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত দুই

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার হুকোহারা এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত দুই আহত তিন।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুর একটা নাগাদ জলঙ্গি কলেজ এলাকায় বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।স্থানীয়রা গাড়ির শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে এসে দেখেন যে পাঁচ জন পড়ে রয়েছে রক্তাক্ত অবস্থায়,পুলিশ ও স্থানীয়রা তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় সাদিখান দেয়ার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্মরত চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন বাকি আহত তিনজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রেফার করেন। পুলিশ সূত্রে মৃতের নাম জানাযায়, রাসিদুল ইসলাম(২২) বাড়ি খয়রমারি এলাকায়,অপর মৃত ব্যক্তির নাম গিয়াসউদ্দিন মন্ডল (৫০)বাড়ি হরিহর পাড়ায়।আহতরা হলেন উজ্জ্বল মন্ডল(২৭), বাবু মন্ডল ও হরেন্দ্র খারগে এর বাড়ি উত্তর প্রদেশে বলে জানাযায়।খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন মৃতের আত্মীয় স্বজনেরা,কান্নায় ভেংগে পড়ে সকলে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নানুরে ঝোপের মধ্যে থেকে বোমা ও অস্ত্র উদ্ধার

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নানুর থানার পুলিশ ব্রাহ্মণ খন্ড গ্রামের কামারপাড়া বাগানে খড়ের ভুষির মধ্যে লুকানো অবস্থায় দুই ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করে। অন্যদিকে তাকোরা গ্রামে দাসপাড়া সংলগ্ন ইলেকট্রিকের ট্রান্সফরমারের পাশেই একটি ঝোপের মধ্যে আরও দুই ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার হয়। মঙ্গলবার ভোররাতে এই চার ড্রাম বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত পুলিশের প্রাথমিক অনুমান চারটি ড্রামের মধ্যে শতাধিক বোমা রয়েছে। এছাড়াও ইলামবাজার নাচনসা গ্রামের পাশে শাল নদীর তীরে বেশ কয়েকটি বোমা উদ্ধার হয় ।পাশাপাশি নানুরের বেলুটি মোড় থেকে এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকে একটি দেশি পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি সহ গ্রেপ্তার করেছেন নানুর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে তার নাম আকাল মোল্লা, বাড়ি নানুরের বেলুটি গ্রামে। তাকে মঙ্গলবার বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। একই দিনে বিপুল পরিমাণ বোমা উদ্ধার ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ অস্ত্র ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে সমগ্র নানুর জুড়ে।

হাজী মহম্মদ মহসিনের মাজার পরিদর্শন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের

জাকির আলী ● হুগলি

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু নীতি সময়সূচি গুলি রূপায়ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখা, সংখ্যালঘুদের বৈষম্য উদ্বুদ্ধ সমস্যাগুলি অনুসন্ধান করে সেইগুলিকে দূর করার সুপারিশ করা, সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক এবং শিক্ষাগত উন্নয়ন মূলক সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার হুগলির জেলা পরিষদে বৈঠক করলেন পশ্চিমবঙ্গ মাইনোরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান। এদিন হুগলি জেলার প্রশাসনের সঙ্গে এক আলোচনায় বসেন। তারপর তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে করেন। সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করেই হুগলি জেলার ঐতিহাসিক হাজী মহম্মদ মহসিন-এর কবর স্থান পরিদর্শন করতে যান। এ বিষয়ে আহমদ হাসান ইমরান বলেন, হাজী মহম্মদ মহসিনের কবরস্থানকে হেরিটেজ হিসেবে সাজিয়ে তোলা হবে। এর পাশাপাশি চুঁচুড়া সদর হসপিটালে যে হাজী মোহাম্মদ মহসিনের মূর্তি আছে, তা চরম অবহেলায় পড়ে রয়েছে তার বিহিত ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি জানান। ইমরান বলেন, হাজী মোহম্মদ মোহাম্মদ মহসিনের এর মূর্তি যদি অবহেলায় পড়ে থাকে তাহলে তার যথাযথ মর্যাদায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি মুহাম্মদ মহসিন এর কবরস্থানে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তার মাজার জিয়ারত করেন। এই মাজার সংরক্ষণের ব্যাপারে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন বিশেষবাবে নজর রাখবে বলে ইমরান জানান। এদিন জেলা পরিষদে রাজ্য মাইনোরিটি কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকে হাজির ছিলেন এ ডি এম কুহুক ভূষণ, জেলা ডোমা অফিসার সমির কুমার দে প্রমুখ। এদিন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান নানা সংখ্যালঘু সমস্যার কথা শোনেন ও তার বিহিত ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন।

ভগবানগোলায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মঙ্গলবার সাত সকালে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় ভগবানগোলা থানার পলাসবাটি ঘাট এবং রানিতলা থানার আমডহরা এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে। সকাল সকাল স্থানীয় এক মহিলা রাস্তার পাশে এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের খবর দিলে তারা ভগবানগোলা থানায় খবর দেন, ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভগবানগোলা এবং রানীতলা থানার পুলিশ। পরবর্তীতে ওই যুবকের পরিচয় জানা যায়। তার নাম আনিসুর রহমান(২৫), বাড়ি ভগবানগোলা থানার কুঠিরামপুর দিয়ারাপাড়া এলাকায়। পরিবারের সদস্যরা জানায়, 'গতকাল সন্ধ্যা সাতটার পর থেকে নিখোঁজ ছিল ওই যুবক। ফোন বন্ধ ছিল রাত থেকেই। হয়তো কেউ খুন করে ফেলে রেখে গেছে এখানে'। তার মৃতদেহ উদ্ধার হলেও মোবাইল ফোন খুঁজে পাওয়া যায়নি। হয়তো মোবাইল ফোনের সূত্র ধরেই সমাধান হতে পারে এই কেসের। কিভাবে ওই যুবক ১৫ কিলোমিটার দূরে পলাশবাটি ঘাট এলাকায় এল ও তার মৃত্যু নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রানিতলা থানার পুলিশ।

বিভিন্ন দাবি নিয়ে ডেপুটেশন মথুরাপুরে

বাইজিদ মণ্ডল ● মথুরাপুর

আপনজন: এআইইউটিইউসি শ্রমিক সংগঠনের সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নে বিভিন্ন দাবি নিয়ে মথুরাপুর এক নম্বর বিডিও তে ডেপুটেশন দেওয়ার পাশাপাশি একটি বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে। এদের দাবিগুলো ছিল মিড ডে মিল কর্মীদের ১০ মাসের নয় বারো মাসের বেতন দিতে হবে, উপযুক্ত হারে বেতন বৃদ্ধি করতে হবে এবং মিড ডে মিল কর্মীদের সরকারি শ্রমিকের স্বীকৃতি, পেনশন, বোনাস, পি এফ সহ সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে। এবং মিড ডে মিল কর্মীদের দুপুরের খাবারের জন্য বরাদ্দ করতে হবে এছারাও মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের প্যাসিফিক কিছু দাবি- যেমন গত বছর যে বাড়তি খাওয়ানোর ঘোষণা সরকার করেছিল (মাংস ফল খাওয়ানো) এর খরচ মিড ডে মিল কর্মীরা নিজেদের থেকে খরচ করে রূপায়িত করে।অথচ সেই টাকা এখনো তারা পায়নাই, তাই এরা দাবী করেছে অবিলম্বে এই টাকা মিড মিল কর্মীদের সকলের একাউন্টে দিতে হবে। এছাড়াও এদের ১৭টি দাবির মধ্যে মিড ডে মিল আধিকারিক এবং ভিডিও সাহেব কয়েকটি দাবি মেনে নিয়েছেন।যেমন গত বছরের বাড়তি খাওয়ানোর টাকা অতি দ্রুত তারা পাঠাবেন, এবং তিন মাসের বেতন যে আটকে আছে সেটা এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠাবেন,মিড ডে মিলের মা-বোনেদের দুপুরের খাওয়ার বিষয়টা তারা তদারকি করবেন। এবং বাসনপত্র পরিষ্কার করার জন্য সাবান বা বিভিন্ন জায়গায় বাসনপত্র, রান্নাঘরের যে সমস্যা জলের যে সমস্যা সেগুলি সমাধানের জন্য তারা দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন। এছাড়া গ্যাসের ভর্তুকি টাকার ব্যবস্থা করবেন।

নার্সিংহোম সমিতির রাজ্য সম্মেলন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● কলকাতা

আপনজন: প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সপ্তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার নভোটল হোটেলে। রাজ্যের প্রায় ২৩ টি জেলা থেকে বেসরকারি নার্সিংহোম এবং হসপিটালের মালিকরা উপস্থিত হয়েছিলেন। বেসরকারি নার্সিংহোম এবং হসপিটাল পরিচালনা করতে কি কি সুবিধা অসুবিধা এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করা হয়। এই সম্মেলনে রাজ্যের স্বাস্থ্য আধিকারিকরা মূল্যবান পরামর্শ দেন। স্বাস্থ্য আধিকারিকরা বলেন ৯৯% স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অনেক ভালো কাজ করছেন । মানুষের সেবায় তারা নিয়োজিত আছেন। কিন্তু এক পারসেন্ট মানুষের জন্য ওই বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নাম হয়।প্রগ্রেসিভ নার্সিং এন্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য

চেয়ারম্যান শেখ আলহাজ উদ্দিন বলেন রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য সাথীর মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছেন যেটা বিশ্বে বিরোলব। এই প্রকল্পটিকে সাকসেসফুল করার জন্য তারা আন্তরিকভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। সমস্ত সংগঠনের কিছু ভালো এবং মন্দ মানুষ থাকে আমাদের মধ্যেও কিছু অসৎ মানুষ আছে। তাদেরকে আমরা সাবধান করেছি, যারা অসত্য পথ অবলম্বন করবে সংগঠন তাদের সাথে থাকবে না। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান সচিব নারায়ণ স্বরূপ, রাজ্য হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর ডা. সিদ্ধার্থ নিয়োগী, বসির হাট দক্ষিণের এমএলএ ডা. সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জী প্রমুখ। সংগঠনের তরফে চেয়ারম্যান শেখ আলহাজ উদ্দিন ,সেক্রেটারি কানাই লাল দাস,ট্রেজারার অভিজিৎ মন্ডল ,সজল সরকার ,অঙ্কুর রায় চৌধুরী, আশরাফ আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম নজর

মসজিদে নববীতে আগতদের জন্য জরুরি ৪ নির্দেশনা

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় মসজিদে নববীতে আগতদের জন্য ৪টি জরুরি নির্দেশনা জারি করেছে। সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাতে মন্ত্রণালয়ের ভেরিফায়েড ফেসবুক ও এক্স (টুইটার) অ্যাকাউন্টে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এতে বলা হয়, মসজিদে নববীতে আগতরা নিজেদের মূল্যবান সময় দুনিয়ারি কথা ও কাজে নষ্ট করবেন না। মসজিদে নববীতে অবস্থানের সময় নিজেকে বেশি বেশি ইবাদতে মগ্ন রাখুন।

'পবিত্র এই মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার্থে এর পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিন। এই মসজিদের সব ব্যবস্থাপনা ও সুবিধা আপনার সেবার জন্য, যেন আপনি একাগ্রতার সঙ্গে ইবাদত করতে পারেন'।

নির্দেশনায় আরো বলা হয়েছে, আগতরা মসজিদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় দায়িত্বরত কর্মী ও সংশ্লিষ্টদের কাজে সহায়তা করুন এবং তাদের নির্দেশনা মেনে চলুন। এতে আপনি কষ্ট থেকে রক্ষা পাবেন এবং ইবাদত পালনের সময় প্রশান্তি লাভ করবেন।

এ ছাড়া মসজিদে নববীতে অবস্থানের সময় নষ্ট না করার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রণালয় আরো জানায়, এই জায়গার গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজে ধীরস্থিরভাবে ইবাদত পালন করুন এবং অন্যের ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকুন।

আরবি লেখা পোশাক পরে জন রোষানলের শিকার নারী

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানি আরবি হরফ লেখা পোশাক পরিধান করায় জন রোষানলের শিকার হয়েছেন একজন নারী। এ সময় ওই নারীকে উদ্ধার করে পুলিশ।

রোববার (২৫ ফেব্রুয়ারি) লাহোরের জনাকীর্ণ ইচরা বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই নারী এমন পোশাক পরিধান করে ধর্ম অবমাননা করেছেন। এজন্য তারা তার ওপর চড়াও হন। ওই নারী লাহোরের ইচরা বাজারে আরবি হরফ লেখা একটি জামা পরে গিয়েছিলেন।

পোশাকটিতে আরবি অক্ষরে 'হালুয়া' শব্দটি মুদ্রিত রয়েছে, যার অর্থ মিষ্টি। লাহোর পুলিশ বিবিসিকে জানিয়েছে, রোববার স্থানীয় সময় ১টা ১০ মিনিটে তারা প্রথম একটি টেলিফোন কল পায়। ওই সময় টেলিফোনে পুলিশকে জানানো হয়, পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী লাহোরের একটি রেস্টুরেন্টে এক নারীকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

লাহোর পুলিশের সহকারী সুপারিন্টেনডেন্ট সৈয়দা শেহরবানো বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও থেকে দেখা যায় রেস্টুরেন্টের বাইরে ৩০০ জনের মতো মানুষ ভিড় করে। এ সময় এক কোণে বসে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে ওই নারী।

পুলিশের এই নারী কর্মকর্তা বলেছেন, 'জামায় কী লেখা আছে, তা উত্তেজিত জনতার কেউই জানেন না। তবে ওই নারীকে সেখান থেকে নিরাপদে বের করে নিয়ে আসতে পারাই ছিল আমাদের জন্য প্রধান কাজ।'

শেহরবানো বলেছেন, কট্টরপন্থী ইসলামি রাজনৈতিক দল তেহরিক-ই-লাবাইক পাকিস্তানের (টিএলপি) সমর্থকরা ভিড়ের মধ্যে ছিলেন। পরে ওই নারীকে থানায় নেয়া হয়। সেখানে কয়েকজন আলেমকে থানায় এনে কিশোরীর জামায় মুদ্রিত আরবি হরফে লেখার বিষয়ে নিশ্চিত হয় পুলিশ। ওই কিশোরীর পোশাকে কুরআনের কোনো আয়াত লেখা ছিল না বলে নিশ্চিত করেন আলেমরা। এ বিষয়ে ওই নারী বলেন, আমার এমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, এটা ভুলবশত ঘটেছে। তারপরও যা ঘটেছে তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং কখনই ধর্ম অবমাননা করব না।

বুরকিনা ফাসোতে মসজিদে হামলা, নিহত বহু মুসল্লি

আপনজন ডেস্ক: সহিংসতায় বিধ্বস্ত পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে এবার মসজিদে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে বহু মুসল্লি নিহত হয়েছেন। তারা ফজরের নামাজ পড়তে মসজিদে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তখনই হওয়া এই হামলায় প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটে।

এর আগে দেশটির একটি ক্যাথলিক গির্জায় হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হয়। মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গির্জায় হামলা চালিয়ে হত্যাকাণ্ডের ঘটনার একই দিনে একটি মসজিদে কয়েক ডজন লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে বুরকিনা ফাসোর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। ভোরে নামাজের সময় বন্দুকধারীরা আফ্রিকার এই দেশটির নাতিয়াবোয়ানি শহরের ওই মসজিদটি ঘিরে ফেলে।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, 'নিহতরা সবাই মুসলিম, তাদের বেশিরভাগই পুরুষ।' স্থানীয় মিডিয়া জানিয়েছে, মোটরবাইকে করে এবং মেশিনগান নিয়ে শত শত সন্ত্রাসী মসজিদটিতে আক্রমণ চালায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় অযাচাইকৃত বিভিন্ন প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, মসজিদে হামলায় নিহতের সংখ্যা কর্মকর্তাদের দেওয়া সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে।

বিবিসি বলছে, বুনকিনা ফাসোর নাতিয়াবোয়ানি শহরটি দেশটির অশান্ত পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এবং এই অঞ্চলে একাধিক সশস্ত্র গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে।

পৃথক প্রতিবেদনে আল জাজিরা জানিয়েছে, বুরকিনা ফাসোর পূর্বাঞ্চলে একটি মসজিদে হামলায় কয়েক ডজন মুসলমান নিহত হয়েছেন বলে স্থানীয় ও নিরাপত্তা সূত্র বার্তাসংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে।

সোমবার একটি নিরাপত্তা সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, 'রোববার ভোর ৫টার দিকে সশস্ত্র ব্যক্তিরা নাতিয়াবোনির একটি মসজিদে হামলা চালায়, যার ফলে কয়েক ডজন লোক নিহত হয়।'

একজন স্থানীয় বাসিন্দা টেলিফোনে বলেছেন, 'নিহতরা সবাই মুসলমান, তাদের বেশিরভাগই পুরুষ, তারা ভোরে নামাজের জন্য মসজিদে এসেছিল।'

অন্য একটি স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, 'সন্ত্রাসীরা খুব ভোরে শহরে প্রবেশ করে। তারা মসজিদটি ঘেরাও করে এবং মুসল্লিদের ওপর গুলি চালায়। এসব মুসল্লি সেখানে দিনের প্রথম নামাজের জন্য জড়ো হয়েছিল। তাদের মধ্যেই একজন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় নেতাসহ বেশ কয়েকজনকে গুলি করা হয়।'

ডিফেন্স অব ফাদারল্যান্ড (ভিডিপি) নামে একটি বেসামরিক বাহিনী সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করে থাকে। এই বাহিনীর সৈন্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের ওপরও হামলা করা হয়েছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে গায়ে আগুন দেওয়া সেই মার্কিন সেনার মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া মার্কিন বিমান বাহিনীর সিনিয়র এয়ারম্যান অ্যারন বুশনেল মারা গেছেন।

সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো।

২৫ বছর বয়সের বুশনেল যুক্তরাষ্ট্রের ৫৩১তম ইন্টেলিজেন্স সাপোর্ট স্কোয়াড্রন এর সাইবার প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

স্থানীয় পুলিশ এবং বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ সেনাকর্মকর্তার মৃত্যুর খবর জানানো হয়।

সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্যানুযায়ী, রোববার স্থানীয় সময় বিকালে ওয়াশিংটন ডিসিতে ইসরায়েলের দূতাবাসের সামনে আত্মাহুতি দেওয়ার সময় সামরিক বাহিনীর পোশাক পরা এই সেনা কর্মকর্তা ইন্টারনেটে সরাসরি সম্প্রচার করা একটি ভিডিওতে বলেছেন, 'আমি আর গণহত্যার সঙ্গে জড়িত থাকব না।'

তারপরই তিনি নিজ শরীরে স্বচ্ছ একটি তরল পদার্থ ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন এবং 'ফিলিস্তিন মুক্ত হোক' বলে চিৎকার করতে থাকেন। গুরুতর অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ওয়াশিংটনের ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে নিয়মিতই গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গাজায় চলা যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে ফিলিস্তিনপন্থি ও ইসরায়েলপন্থি বিভিন্ন প্রতিবাদ হচ্ছে।

এর আগে ডিসেম্বরে দেশটির আটলান্টা শহরে ইসরায়েলি কন্স্যুলেটের সামনে আরেক ফিলিস্তিনপন্থি প্রতিবাদকারী নিজ শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

উল্লেখ্য, বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর ওপর চলে আসা নির্যাতন, গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণহত্যা ও দখলদারিত্যের প্রতিবাদে গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আকস্মিক সামরিক অভিযান চালায় স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস। হামলায় ১২০০ জন নিহত হয়। এছাড়া হামাসের ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা ইসরায়েল থেকে ২৫৩ জনকে বন্দি করে গাজায় নিয়ে জিম্মি করে রাখে।

এর প্রতিশোধ নিতে ওই দিন থেকেই ফিলিস্তিনি ছিটমহল গাজায় নির্মম আক্রমণ শুরু করে ইসরায়েল। এরপর থেকে সাড়ে চার মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা অবিরাম হামলায় গাজায় প্রায় ৩০ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় চিকিৎসকদের ধর্মঘট, বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ায় ডাক্তারদের চলমান ধর্মঘটের মধ্যেই এক নারী রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় এরইমধ্যে শুরু হয়েছে তদন্ত। জানা গেছে, ডাক্তারদের চলমান ধর্মঘটের কারণে ৮০ বছর বয়সী ওই নারীকে বহন করা অ্যাম্বুল্যান্সটি বেশ কয়েকটি হাসপাতালে প্রবেশের চেষ্টা করলেও তাতে বাধা দেওয়া হয়। এটিকে ডাক্তার ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত প্রথম মৃত্যু বলে ধরা হচ্ছে। জরুরি বিভাগে কর্মী কম থাকায় চাপের মধ্যে রয়েছে হাসপাতালগুলো। অপারেশন স্থগিত এবং রোগীদের অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হচ্ছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

গত শুক্রবার ডেজন শহরের প্যারামেডিকরা ওই নারীকে নিয়ে সাতটি হাসপাতাল ঘুরেছিল, কিন্তু কর্মী ও শয্যার অভাবের কারণে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে তাকে একটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু ৬৭ মিনিট পরেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। জানা গেছে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত হয়ে অ্যাম্বুল্যান্সের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মঙ্গলবার দেশটির সরকারি কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা ঘটনাটি তদন্ত করে দেখবেন। দক্ষিণ কোরিয়ায় ইন্টার্ন ও আবাসিক চিকিৎসকরা আন্দোলন করছেন। সরকার আরো চিকিৎসক নিয়োগ দিলে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে, তাদের মধ্যে এ শঙ্কা কাজ করছে। প্রায় ৭০ শতাংশ তরুণ চিকিৎসক গত সপ্তাহ থেকে আন্দোলন করছে। সরকার বলছে, ইন্টার্ন ও আবাসিক ডাক্তারদের কর্মবিরতির ফলে চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে।

তাই তাদের ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ কাজে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মেডিক্যাল স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তি ছিল- দেশে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বাড়ছে, এ কারণে বেশি ডাক্তারের প্রয়োজন পড়বে। এদিকে বিক্ষোভরত তরুণ ডাক্তারদের ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজে ফেরার আলটিমেটাম দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার। অন্যথায় এর গুরুতর ফল ভোগ করতে হবে তাদের। নিরাপত্তামন্ত্রী লি সাং-মিন পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে বলে মনে করেন।

তিনি বলেন, 'পরিস্থিতির গভীরতা বিবেচনা করে সরকার তাদের কাছে শেষ আবেদন করছে। যদি ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজে ফেরেন, তাহলে এখন পর্যন্ত যে পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে তার জন্য আপনাদের দায়ী করা হবে না।'

উজবেকিস্তানে কফ সিরাপে ৬৮ শিশুর মৃত্যু: ২১ জনকে জেল

আপনজন ডেস্ক: মধ্য এশিয়ার দেশ উজবেকিস্তানে ভারতের তৈরি কাশির সিরাপ খেয়ে ৬৮ জনের মৃত্যুর ঘটনায় ২১ জনকে সাজা দিয়েছে দেশটি। ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে এই সিরাপ খেয়ে দেশটিতে অন্তত ৮৬ শিশু বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে ৬৮ জনের মৃত্যু হয়।

দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিক রাঘবেন্দ্র প্রতাপ রয়েছেন। তিনি উজবেকিস্তানে ডক-১ ম্যাক্স সিরাপের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। তাকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

উজবেকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের তথ্য অনুযায়ী, দুর্নীতি, কর ফাঁকি ও জালিয়াতির দায়ে রাঘবেন্দ্র দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

গত বছরের জানুয়ারিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, সিরাপের নমুনা পরীক্ষা করে এতে বিষাক্ত ডায়েথিলিন গ্লাইকোল বা ইথালিন গ্লাইকোল পাওয়া গেছে। এসব উপাদান শিল্পকারখানায় দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই বিষাক্ত পদার্থ অল্প পরিমাণে গ্রহণ করলেও প্রাণঘাতী হতে পারে।

এর পরপরই ভারত উত্তর প্রদেশে অবস্থিত ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ম্যারিয়ন বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেডকে ওষুধ তৈরির লাইসেন্স বাতিল করে।

উজবেকিস্তানে যখন ঘটনাটি ঘটে, তখন গাম্বিয়াতেও ভারত থেকে আমদানি করা আরেকটি কোম্পানির সিরাপ খেয়ে অন্তত ৭০টি শিশুর কিডনি বিকল হয়ে যায়। ইন্দোনেশিয়ায় একই সময়ে একই ধরনের বিষাক্ত সিরাপ খাওয়ার কারণে দুই শতাধিক শিশুর মৃত্যু হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সোমবারের মধ্যে ইসরায়েল হামাস যুদ্ধবিরতি: বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে আগামী সোমবারের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হতে পারে। কাতারে ইসরায়েল ও হামাস প্রতিনিধিদের নিয়ে চলমান আলোচনায় অগ্রগতির ভিত্তিতে এমন মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। খবর বিবিসির।

বাইডেন বলেন, 'আমার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জানিয়েছেন, আমরা যুদ্ধবিরতির খুব কাছাকাছি আছি।'

৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের বন্দুকধারীরা প্রায় ১২শ লোককে হত্যা করার পর ইসরায়েল ব্যাপক হারে বিমান ও স্থল অভিযান শুরু করে গাজায়। হামলাকারীরা ২৫৩ জনকে জিম্মি করে। পরে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

গাজা উপত্যকায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, তার পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় ওই অঞ্চলে অন্তত ২৯ হাজার ৭৮২ জন নিহত হয়েছে, যার মধ্যে শুধু রোববারই নিহত হয় ৯০ জন।

বাইডেন বলেন, 'আমরা যুদ্ধবিরতির খুব কাছাকাছি। তবে এখনও আলোচনা শেষ করিনি। আমার আশা, আগামী সোমবারের মধ্যেই আমরা যুদ্ধবিরতি করব।'

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার সোমবার বলেছিলেন, 'গত কয়েক দিনে ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির জন্য আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে। তবে প্রস্তাবিত চুক্তিটি হামাস গ্রহণ করবে কি-না তা স্পষ্ট নয়। মিশর, ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কাতারের মধ্যে আমরা যে আলোচনা করেছি- তাতে আমাদের অগ্রগতি হয়েছে।'

এদিকে, দখলকৃত পশ্চিম তীরের কিছু অংশ পরিচালনাকারী ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শতায়েহের সরকার পদত্যাগ করেছে।

প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এতে ফিলিস্তিনে টেকনোক্র্যাটিক সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত হতে পারে।

পিএ সংস্কারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মধ্যে রয়েছেন মাহমুদ আব্বাস, যাতে টেকনোক্র্যাটিক সরকার ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে গাজা শাসন করতে পারে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৪ মি.

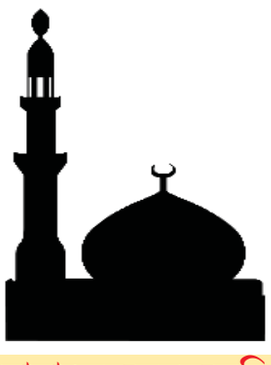

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৮	৬.০০
যোহর	১১.৫৪	
আসর	৪.০১	
মাগরিব	৫.৪৪	
এশা	৬.৫৪	
তাহাজ্জুদ	১১.১১	

মিশরে নৌকা ডুবে ১০ শ্রমিক নিহত

আপনজন ডেস্ক: মিশরের রাজধানী কায়রোর কাছে নীল নদে নৌকাডুবির ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় পাঁচ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কায়রোর কাছে রোববার নৌকাটি ডুবে যায়। নৌকাটিতে মোট ১৫ জন ছিলেন। তারা সকলেই ঠিকা শ্রমিক। দৈনিক অর্থের চুক্তিতে কাজ করতেন।

সৌদি আরবে এক দিনে ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরব মঙ্গলবার 'সন্ত্রাসমূলক' অপরাধের জন্য সাতজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে ৮১ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর এক দিনে সর্বোচ্চ সংখ্যা এটি। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে এএফপি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপসাগরীয় দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে সরকারি সৌদি প্রেস এজেন্সি বলেছে, সাতজনকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন ও সত্তা তৈরি ও অর্থায়ন করার' দায়ে সাজা দেওয়া হয়েছে।

তাঁদের জাতীয়তা প্রকাশ করা না হলেও নাম ও পদবি থেকে বোঝা যায় তাঁরা সৌদি নাগরিক। এ ছাড়া তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণও দেওয়া হয়নি।

সরকারি ঘোষণার ওপর ভিত্তি করে এএফপির হিসাব অনুসারে, ২০২৩ সালে ১৭০ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ২৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে দেশটি। সৌদি আরব সাজা হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি দেশ।

শিরশ্ছেদের জন্য কুখ্যাত এই দেশটি প্রায় দুই বছর আগে এক দিনে ৮১টি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে বিশ্বজুড়ে নিন্দিত হয়েছিল।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, ২০২২ সালে চীন ও ইরান ছাড়া অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি লোককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে সৌদি আরব।

আমেরিকায় কিশোরের এলোপাতাড়ি গুলি, হতাহত ৪

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ বছরের এক কিশোরের এলোপাতাড়ি গুলিতে অন্তত দুই জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো দুই জন।

স্থানীয় সময় রোববার রাতে আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের পয়েন্ট হোপে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এবিসি।

সোমবার এই ঘটনায় দায়ের করা অভিযোগ থেকে জানা যায়, আলাস্কার পয়েন্ট হোপের ছোট সম্প্রদায়ের একটি বাড়িতে গুলির ঘটনা ঘটেছে।

এতে ওই এলাকায় বাস করা ৮০০ লোকের মধ্যে শোক বিরাজ করছে। কর্মকর্তারা সোমবার সকালে এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিষয়টি এখনো তদন্তাধীন।

কিন্তু আমরা জনসাধারণকে আশ্বস্ত করতে চাই যে সেখানে কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তি বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে।

টিকিগাক স্কুলের কর্মকর্তারা ফেসবুকে পোস্টে জানিয়েছেন যে, সোমবার 'আমাদের সম্প্রদায়ের ট্র্যাজেডির কারণে' স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আলাস্কার গভর্নর মাইক ডানলেভি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেছেন যে, এই ঘটনায় তিনি ও তার স্ত্রী শোকাহত। ন্যায়বিচারের জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। নর্থ স্লোপ বরো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, রোববার রাত সাড়ে এগারোটার দিকে গুলির খবরের প্রতিক্রিয়া জানান তারা।

ন্যাটোর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে জড়ানোর হুমকি রাশিয়ার

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটোজোটের ইউরোপীয় দেশগুলো ইউক্রেনে সৈন্য পাঠালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো সামরিক জোটের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে বলে হুমকি দিয়েছে ক্রেমলিন।

মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) ন্যাটো জোটকে এমন সতর্কবার্তা দিয়েছে ক্রেমলিন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ন্যাটো সদস্য ফ্রান্সের হুমকির জবাবে এই পাল্টা হুমকি দিয়েছে রাশিয়া।

গতকাল সোমবার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ প্যারিসে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'রাশিয়ার বিপরীতে লড়াইরত ইউক্রেনে ন্যাটো সৈন্য পাঠানোর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাশিয়া যেন এই যুদ্ধে না জিততে পারে, তা নিশ্চিত করতে যা যা করা প্রয়োজন আমরা করব।'

ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য সোমবার ইউরোপীয় নেতাদের একটি বৈঠক প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠক শেষে ম্যাক্রোঁ এমন মন্তব্য করেন। যদিও তিনি জানান, 'আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঐকমত্য হয়নি...কারণ মিত্ররা কিয়েভে আরও যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের প্রচেষ্টা বাড়াতে সম্মত হয়েছে।' ম্যাক্রোঁর এই মন্তব্য সম্পর্কে আজ মঙ্গলবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'ন্যাটো দেশগুলো থেকে ইউক্রেনে সৈন্য পাঠানোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নতুন উপাদান।'

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৫৭ সংখ্যা, ১৫ ফাল্গুন ১৪৩০, ১৭ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

শান্তি আসিবে কি

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলিতেছে। অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ছিলেন তাহার পিতার মতো অপতিরোধ্য বীর। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অর্জুনদের প্রতিপক্ষ দুর্যোধনের সেনাপতি দ্রোণাচার্য অভেদ্য চক্রব্যূহ তৈরি করেন। অভিমন্যু এই চক্রব্যূহে প্রবেশের উপায় জানিতেন, কিন্তু উহা ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপায় জানিতেন না।

ভয়ংকর যুদ্ধের ময়দানে অভিমন্যু উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্যূহে প্রবেশ করেন। প্রতিপক্ষের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ এমন স্তরে স্তরে ব্যূহের জাল বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, সেই জাল ছিন্ন করিয়া ব্যূহ হইতে বাহির হইবার ক্ষমতা মহাবীর অভিমন্যুর ছিল না। তিনি প্রতিপক্ষের বেষ্টনীর মধ্যেই গদাঘাতে নিহত হন। তাত্পর্যপূর্ণ বিষয় হইল, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শুরুতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগিতেছিলেন, তখন তাহার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছিলেন যে, অর্জুনের এইরূপ দ্বিধা করিবার কোনো কারণ নাই।

কারণ, এই যুদ্ধে অর্জুন নিমিত্ত মাত্র, যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ সকলকে মারিয়া রাখিয়াছেন এবং অর্জুনদের বিজয় পূর্ব হইতেই সুনির্দিষ্ট করা আছে।

বিদ্বজ্জনেরা এই ক্ষেত্রে বলিতে থাকেন–দেবতারা কোনো বিজয় পূর্বনির্ধারিত করিয়া থাকেন অধর্ম দূর করিয়া সেইখানে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। কিন্তু মানুষ একই কাজ করে অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়া।

একই কাজ মানে কোনো বিজয় পূর্বনির্ধারিত করিয়া দেওয়া। মানুষ যেই হেতু এই কাজটি অধর্ম বা দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়া সম্পন্ন করে, এই জন্য মানুষের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত জয়ের ফল কখনো শুভ হয় না। দুঃখজনকভাবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই পূর্বনির্ধারিত বিজয় নিশ্চিত করা হয় কথিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে। যাহার ভিত্তির ওপর গণতন্ত্র দাঁড়াইয়া থাকে, সেই 'নির্বাচন' ম্যানিউপুলেট করা হয়। এই ব্যাপারে বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

ক্ষমতাসীন দল তাহার প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশনের সহিত যোগসাজশের মাধ্যমে একদম তৃণমূল পর্যন্ত নির্বাচনকে নিজের মতো সাজাইতে পারেন। এমতাবস্থায় যখন বলা হয়, 'আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন' হইতে হইবে, তখন স্মরণ করিতে হয় অভিমন্যুর কথা–যাহার চারিদিকে জাল বিছানো ছিল, যাহাতে তিনি কিছুতেই চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইতে না পারেন। একইভাবে একটি সুষ্ঠু তথা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্বাচন করিবার জন্য যেই 'ব্যূহ' ভেদ করিতে হইবে–দৃশ্যত তাহা অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

এবং এই ক্ষেত্রে অভিমন্যুর পরিণতি আমরা জানি। তাহা হইলে কী এখন উপায়? প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক জহির রায়হান তাহার 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে একটি গান ব্যবহার করিয়াছিলেন–'এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে'।

সুষ্ঠু নির্বাচনের যাবতীয় শর্ত যেই 'খাঁচা'য় বন্দি হইয়া গিয়াছে–তাহা ভাঙা সম্ভব নহে বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ সামাজিক, পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশগত কারণে প্রশাসনে যাহারা থাকেন, সরকারের উপর তাহাদের নির্ভর করিবার বিষয়টিও এত সহজে দুঃসাহসিক হইবার নহে।

বস্তুত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতার পালাবদলের জন্য যেই শর্ত ও মূল্যবোধ প্রত্যাশা করা হয়–এই দেশগুলি তাহা হইতে শত যোজনপথ দূরেই থাকিয়া যাইতেছে।

তৃতীয় বিশ্বে ক্ষমতাসীনরা অতি দক্ষ, অতি কৌশলী, অভাবিত স্মার্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের ক্ষমতার অপরাহ্ন বেলাকে পিছাইয়া দিতে। ইহা ঠিক যে, এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে একসময় হয়তো বিপ্লব হইবে, অদমনীয় আন্দোলন হইবে। কিন্তু শান্তি আসিবে কি? দুঃখজনকভাবে, এই ধরনের বিপ্লব ও আন্দোলনে যেই লোকক্ষয়, রক্তক্ষয়, সম্পদক্ষয় হইবে–তাহার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না।

ব্রিটেনের রাজনীতিকেরা যেভাবে মুসলিম বিদ্বেষ তাতিয়ে তুলছেন

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের স্পিকার ও লেবার নেতা কেয়ার স্টারমার গাজা ইস্যুতে ইসলামভীতি ও ঘৃণার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছেড়েছেন। অবশ্য কয়েক মাস ধরেই যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে ইসলামবিদ্বেষী একটা ভাষ্য ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছিল।

ভাষ্যটা ছিল এমন, উগ্রবাদী ইসলামপন্থীরা লন্ডন দখল করে নিচ্ছে। তারা রাজনীতিকদের মনে ভয় ধরাতে পেশিশক্তি প্রদর্শন করছে, এবং পার্লামেন্টের কর্তৃত্বকে গুঁড়িয়ে দিতে বসেছে। সে কারণে এখন গণতন্ত্রই হুমকির মুখে।

গত ২৪ ঘণ্টায়, ব্রিটিশ মুসলিমরা ব্রিটেনের রাজনীতিকে কলুষিত করছে, এই অভিযোগ ভাইরাল হয়ে যায়।

সাবেক মন্ত্রী রবার্ট জেনরিক গত বৃহস্পতিবার কমনসদের উদ্দেশে বলেন, 'ব্রিটেনের রাস্তাকে আমরা ইসলামপন্থী উগ্রবাদীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি।' রবার্ট জেনরিক বলেন, 'যারা ইসলামপন্থীদের বক্তব্যের অমত করছে, তাদের ভয় দেখানো হচ্ছে, সহিংসতার শঙ্কা তৈরি হচ্ছে। হাউস অব কমনসের অপর নেতা পেনি মরড্যান্ট বলেন, তিনি এই বক্তব্যের সঙ্গে শতভাগ একমত। গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক আগুনে ঘি ঢেলেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, 'উগ্রবাদীরা হুমকি দিয়ে সংসদীয় কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে–এই সুযোগ আমাদের কখনোই দেওয়া উচিত হবে না।'

এই অভিযোগগুলো খুবই জোরালো। যদিও সুনাক কিংবা জেনরিক তাঁদের এই বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষী-প্রমাণ হাজির করতে পারেননি।

ইসলামবিদ্বেষী ভাষ্যের এমন ভরভরন্তের প্রেক্ষাপটটা বোঝা প্রয়োজন। বুধবার স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি (এসএনপি) গাজা যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব সমর্থন করে একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব টেবিলে উপস্থাপন করার পর ওয়েস্টমিনস্টারে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এই প্রস্তাব লেবার নেতা কেয়ার স্টারমারের জন্য খুবই বিব্রতকর ছিল, কারণ এই দলের সিংহভাগ সংসদ সদস্য গাজা যুদ্ধের সমর্থনে তাঁর অবস্থানের কঠোর সমালোচক। কেন এসএনপি ও কনজারভেটিভরা স্পিকার স্যার লিন্ডসে হয়েলসের ওপর চড়াও হন, তা বুঝতে এই প্রেক্ষাপটটুকু বোঝা দরকার। কারণ, তিনি সংসদের কর্মী ও সংসদীয় রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে লেবার পার্টিকে সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপনের সুযোগ দেন। এতে স্টারমারের ওপর চাপ কিছুটা কমে। হয়েলের পদত্যাগের জোরালো দাবির পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকার বলে বসেন, তিনি বিতর্কিত এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, তিনি সংসদ সদস্য, তাঁদের পরিবার ও সংসদ সদস্যদের কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

পরদিন তিনি আবারও কমনসদের উদ্দেশে একই সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেন, 'আমাকে যা কিছু জানানো হয়েছে তা অত্যন্ত ভয়জাগানিয়া, সংসদ সদস্যদের দেখভাল করা যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে, তাহলে আমি অপরাধী।'

স্টারমারই তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন এই বলে যে সংসদ সদস্যরা হুমকিতে আছেন।

তবে লেবার সংসদ সদস্যদের কারা হুমকি দিচ্ছে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য স্পিকার দিতে পারেননি। তবে ওয়েস্টমিনস্টারের কারোরই কোনো সন্দেহ নেই যে হুমকিদাতা বলতে আসলে মুসলিমদের বোঝানো হচ্ছিল।

দিনে যা ঘটেছে তার প্রতিফলন পরে ব্রিটিশ মিডিয়ায় দেখা যায়। টক টিভিতে রাজনীতিবিষয়ক সাংবাদিক অ্যালিসিয়া ফিটযজিরাল্ড এই ভীতির বোধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, লেবার সংসদ সদস্যরা, বিশেষ করে নারীরা কমনসের বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন, কারণ ওখানে ফিলিস্তিনপন্থী উচ্ছৃঙ্খল জনতা অবস্থান করছিল।

তিনি আরও বলেন, 'আমরা একটা সীমারেখা অতিক্রম করে ফেলেছি। আমাদের জনপ্রতিনিধিদের আচরণ যদি এভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে এখানে গণতন্ত্র ঠিকভাবে কাজ করছে না।'

ডেইলি টেলিগ্রাফে গত শুক্রবার সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্রেভারম্যান বলেন, 'ইসলামপন্থী, উগ্রবাদী এবং ইহুদিবিদ্বেষীরা এখন সবকিছুর নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে।'

বৃহস্পতিবারের সানে বলা হয়েছে, সংসদ সদস্যরা ইসলামপন্থী গুন্ডাদের সহিংস হুমকির শিকার হচ্ছে। এদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস ও ইউকেআইপি নেতা নাইজেল ফারাজকে নিয়ে কনজারভেটিভ পলিটিক্যাল অ্যাকশন সম্প্রতি একটি প্যানেল পরিচালনা করে। তাঁরা বলেন, উগ্র ইসলাম ব্রিটিশ রাজনীতিতে মূল ধারা হয়ে উঠেছে। ফারাজের ধারণা, ২০২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে ওয়েস্টমিনস্টারে ইসলামপন্থীদের জয়জয়কার দেখা যাবে। দেশটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে যে অভিযোগগুলো উত্থাপিত হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুতর। যদি সত্যিই 'উগ্র ইসলামপন্থী'রা (বা অন্য কোনো গোষ্ঠী) সংসদ সদস্য ও অন্যদের হুমকি দিয়ে থাকে, তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমি এ নিয়ে একটা সতর্কতা জারি করতে চাই। যারা হুমকির কথা বলছে, তারা কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। না স্পিকার, যিনি সংবাদমাধ্যমে ঝড় তুলেছেন; না স্টারমার, যিনি স্পিকারকে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

মনে রাখতে হবে, দৈহিক ও মৌখিকভাবে ভীতি প্রদর্শন অপরাধ বলে গণ্য হয়। মারধর কিংবা গালাগালি, এমনকি অনলাইনে গালাগালিও অপরাধ।

কেউ যদি কোনো সংসদ সদস্য বা রাজনীতিককে শারীরিকভাবে আঘাত করেন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। যদি এ ধরনের হুমকি দেওয়া হয়ে থাকে, যেমনটি স্টারমার বা স্পিকার হয়েল দাবি করছেন, তাহলে অবশ্যই শাস্তির প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এবং তাদের কারাদণ্ড হবে। তবে এমন কিছু ঘটেছে তার কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না।

অ্যালিসিয়া ফিটসজিরাল্ডের অতি উৎসাহী প্রতিবেদনের উল্টো বক্তব্য আসছে রাজনীতিবিষয়ক আরেক সাংবাদিক হুগো গাইয়ের কাছ থেকে। তিনি বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তিনি সংসদ থেকে বের হন এবং বিক্ষোভকারীদের কাউকে দেখেননি। অথবা স্কটিশ এমএসপি পল সুইনির কথা ভাবুন, যিনি বললেন গাজার প্রতিবাদকারীরা তাঁর গ্লাসগো অফিসে ঢুকে পড়েছিলেন! তাঁর দাবি ছিল, বিক্ষোভকারীরা তাঁর কর্মীদের ভয় দেখান ও অনবরত হুমকি দিতে থাকেন। ন্যাশনালের মতে, 'পুলিশ স্কটল্যান্ড এখন নিশ্চিত করছে যে তারা এমন কোনো ঘটনার সত্যতা খুঁজে পায়নি। লেবার কর্মীদের কেউ হুমকি দিয়েছে এমন খবরও তারা জানে না।'

ন্যাশনালের ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, 'পুলিশ স্কটল্যান্ড আরও জানিয়েছে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ব্যাপারে তারা অবহিত ছিল এবং বিক্ষোভকারীরা স্বেচ্ছায় পরে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।'

সংসদ সদস্যরা সত্যিকার অর্থেই মনে করতে পারেন যে তাঁরা হুমকিতে আছেন, কিন্তু পুলিশসহ অন্যদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সহ্য করতে হয়। তাঁদের কার্যালয়ের বাইরে এমন বিক্ষোভ স্বাভাবিক। স্লোগানও স্বাভাবিক। কখনো কখনো নির্যাতনও। কারণ, এর সবই ঘটে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে। এখন পর্যন্ত আমরা যা শুনছি, তার সবই কানকথা। সে কারণেই স্পিকার হয়েল ও স্টারমারের কথায় ফিরতে হলো।

আমরা চ্যানেল ফোরের রাজনীতিবিষয়ক সম্পাদক গ্যারি গিবনের কাছ থেকে জানতে পারি যে স্টারমার লেবার সংসদ সদস্যদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বলে যে তাঁরা তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় হুমকির মুখে পড়তে পারেন যদি না তাঁদের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। আমরা আরও জানি, স্পিকার হয়েল এই মন্তব্যকে আমলে নিয়েছিলেন। তিনি কি স্টারমারের অভিযোগের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ চেয়েছিলেন? এখন পর্যন্ত এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। ব্রিটিশ সংসদ সদস্যদের ওপর শারীরিক হুমকির শঙ্কা অমূলক নয়, এবং এই হামলা প্রাণঘাতীও হতে পারে। ব্র্যাডফোর্ড ওয়েস্টের সংসদ সদস্য জর্জ গ্যালাওয়ে ইসরায়েল সম্পর্কিত ধ্যানধারণার কারণে হামলার শিকার হয়েছিলেন লন্ডনের রাস্তায়। তিনি হাসপাতালেও ভর্তি ছিলেন।

আমি বলব, স্পিকারের এই বক্তব্যের পেছনে আরও কঠোর কোনো সত্য লুকিয়ে আছে। যদি তা-ই হয়, তবে স্টারমারের সহযোগিতা নিয়ে স্পিকারের উচিত হবে হয়েলের সহযোগিতায় এই সত্য প্রকাশ এবং অভিযোগের সত্যতা থাকলে বিচার করা।

যদি অভিযোগের সত্যতা পাওয়া না যায়, তাহলে তাদের উচিত হবে বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা।

ওপেন ডেমোক্রেসির প্রতিবেদন অনুযায়ী ফেব্রুয়ারির শুরুতে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে অনুষ্ঠিত পদযাত্রা থেকে গ্লাস্টনবেরি মিউজিক ফেস্টিভ্যাল থেকে যত মানুষ আটক হয়েছেন, তার চেয়েও কম আটক হয়। প্রতি ১০ হাজারে এই সংখ্যা ছিল দশমিক ৫। অক্টোবর ও ডিসেম্বরের মধ্যে লাখ লাখ মানুষ বিক্ষোভ করেছেন। বিক্ষোভকারীদের মধ্য থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৫৩ জনকে। তাঁদের মধ্যে অভিযোগ গঠন ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ১১৭ জনকে। মূলধারার ব্রিটিশ রাজনীতিকদের দাবি, ব্রিটিশ মুসলিমরা নিরাপত্তা হুমকি এবং তারা ব্রিটিশ গণতন্ত্র ধ্বংস করে দিতে চায়। এটা একটা ভয়ংকর ও উসকানিমূলক দাবি।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের স্পিকার ও লেবার নেতা কেয়ার স্টারমার গাজা ইস্যুতে ইসলামভীতি ও ঘৃণার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছেড়েছেন। অবশ্য কয়েক মাস ধরেই যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে ইসলামবিদ্বেষী একটা ভাষ্য ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছিল। ভাষ্যটা ছিল এমন, উগ্রবাদী ইসলামপন্থীরা লন্ডন দখল করে নিচ্ছে। তারা রাজনীতিকদের মনে ভয় ধরাতে পেশিশক্তি প্রদর্শন করছে, এবং পার্লামেন্টের কর্তৃত্বকে গুঁড়িয়ে দিতে বসেছে। সে কারণে এখন গণতন্ত্রই হুমকির মুখে। লিখেছেন **পিটার অবর্ন**।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস ও ইউকেআইপি নেতা নাইজেল ফারাজকে নিয়ে কনজারভেটিভ পলিটিক্যাল অ্যাকশন সম্প্রতি একটি প্যানেল পরিচালনা করে। তাঁরা বলেন, উগ্র ইসলাম ব্রিটিশ রাজনীতিতে মূল ধারা হয়ে উঠেছে। ফারাজের ধারণা, ২০২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে ওয়েস্টমিনস্টারে ইসলামপন্থীদের জয়জয়কার দেখা যাবে। দেশটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

পিটার অবর্ন ২০১৭ ও ২০২২ সালে সেরা কলাম লেখকের পুরস্কার জিতেছেন। ২০১৬ সালে তিনি ড্রাম অনলাইন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড জিতে নেন। তাঁর সর্বসাম্প্রতিক বইয়ের নাম দ্য ফেট অব আব্রাহাম: হোয়াই দ্য ওয়েস্ট ইস রং অ্যাবাউট ইসলাম। নিবন্ধটি মিডলইস্ট আই-এ প্রকাশিত। ইংরেজি থেকে সংক্ষেপে অনুবাদ

পশ্চিমের সঙ্গে দূরত্বই কি সংঘাত দীর্ঘায়িত করছে?

নাথালি টক্কি

আন্তর্জাতিক হুমকির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রশ্নে দেশগুলো সচরাচর একটা মৌলিক পথ ধরেই হেঁটে থাকে। এই পথ মূলত এরকম, 'যুদ্ধ করো এবং এর মাধ্যমেই শান্তির সন্ধান করো'।

সত্যি বলতে, এই প্রবণতা আজকের দিনে ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধ-সংঘাতের মধ্য দিয়েই শান্তির অন্বেষণ করতে দেখছি আমরা। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন, গাজাযুদ্ধ, দেশে দেশে অভ্যুত্থান, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে গৃহযুদ্ধ এবং পূর্ব এশিয়ায় সামরিক শক্তির ঝনঝনানি–এসব ওপরের দাবির পক্ষে একেকটা জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। তাইওয়ান, দক্ষিণ চীন সাগর কিংবা কোরীয় উপদ্বীপ জুড়ে যা চলছে, তা-ও এই প্রবণতার বাইরে নয়।

বাস্তবতা হলো, বৈদেশিক নীতিই শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অস্ত্র। কূটনীতি, বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, কৌশলগত জোট বা অস্ত্রের মজুতের চেয়ে ফরেন পলিসিই এখন পর্যন্ত অন্যতম ও সঠিক পথ। এই অর্থে বলতে হয়, সমস্যার উত্তরণে ফরেন পলিসির ওপরই বেশি জোর দেওয়া উচিত। জলবায়ুসংকট, খাদ্যনিরাপত্তা বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা–সব ক্ষেত্রেই আসল মাধ্যম হলো বৈদেশিক নীতি। সদ্য সমাপ্ত মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সেও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এক দশকেরও বেশি আগে থেকে মিউনিখ ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে আসছি আমি। পানি থেকে তুলে নিলে মাছের যে দশা হয়, প্রথম দিকে নিজেকে সেরকম মনে হতো। কনফারেন্সে নারীর উপস্থিতি ছিল হাতে গোনা। স্যুট পরা বৃদ্ধ বা ইউনিফরম পরা সামরিক ব্যক্তিবর্গকেই সম্মেলনে বেশি দেখা যেত। তবে সেই দিন পালটে গেছে। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। মিউনিখ সম্মেলনে বর্তমানে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, যা বেশ চিত্তাকর্ষক ও অনুপ্রেরণামূলক। এবারের সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন কয়েক ডজন নারী রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রী।

এসব কথা কেন বলছি? বলছি এই কারণে যে, এদের বেশির ভাগই এসেছেন বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলো থেকে। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, জেনারেলদের পাশাপাশি শীর্ষস্থানীয় জলবায়ু-যোদ্ধা, প্রযুক্তিবিদ, মানবাধিকার কর্মীরা অংশ নিয়েছেন এবারের সম্মেলনে। সবার অংশগ্রহণে সম্মেলন যেমন প্রান্তবন্ত হয়ে ওঠে, তেমনিভাবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেও লক্ষ করা যায় এক ভিন্ন বৈচিত্র্য। উল্লেখ করার বিষয়, জলবায়ুসংকট, জ্বালানি, খাদ্যনিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অভিবাসন, বহুপাক্ষিকতা ও বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল (গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন) মিউনিখ সম্মেলনের বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিশেষভাবে জায়গা করে নেয়। এটা নিঃসন্দেহে ভালো খবর। এবারের সম্মেলনে স্বভাবতই ইউক্রেন আলোচনায় আসে ঘুরেফিরে। অবশ্য রাশিয়ার বিরোধী নেতা অ্যালেক্সি নাভালনির মৃত্যুর সংবাদে থমথমে ভাব নেমে এসেছিল। এসবের মধ্যেই রুশ বাহিনীর কাছে ইউক্রেনের অ্যাভদিভকা শহর হারানো, ইউক্রেনে মার্কিন কংগ্রেসের সামরিক সহায়তা বন্ধ এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফিরে আসার মতো নানা বিষয় উঁকি মেরেছে আলোচনার টেবিলে।

মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আলোচনা হয়নি, তেমন নয়। তবে এ নিয়ে খুব বেশি কথা হয়নি। দুঃখজনকভাবে ইসরাইলি সরকারের তরফ থেকে সংযমের তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কাতারি, মিশরীয় ও সৌদি সরকারও এ নিয়ে বেশি কিছু বলছে না। যদিও বাইডেন প্রশাসন রাফা সীমান্তে ইসরাইলি আক্রমণের বিরোধিতার কথা শুনিয়ে আসছে কথায় কথায়। আমরা জানি, মার্কিন কংগ্রেসের স্থগিতাদেশের কারণে ইউক্রেনের সামরিক সহায়তা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এদিকে চরম মানবিক বিপর্যয়ে পড়েছে গাজা। বর্তমান বিশ্বে কেবল ইউরোপ বা মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ নিয়েই বিতর্ক হচ্ছে না, বরং বিশ্বব্যাপী আলোচনায় থাকা অন্যান্য ইস্যুর ক্ষেত্রেও যুতসই সমাধান টানা যাচ্ছে না।

এ তো গেল এক দিকের গল্প। বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর কী অবস্থা? জলবায়ুসংকট, খাদ্যনিরাপত্তা এবং ব্যাপক হারে বাস্তুচ্যুতি প্রভৃতি কারণে মহা সংকটে নিপতিত উন্নয়নশীল বিশ্ব। এসব দেশের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ, খাদ্যনিরাপত্তার পথে আসল কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যুদ্ধ-সংঘাত। এ বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়। তবে সমাধানের কোনো কার্যকর পথ বের হয় না।

আমরা দেখেছি, ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার ফলে বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও জ্বালানির সংকট তীব্র হয়ে ওঠে। এরপর গাজাযুদ্ধ শুরু হলে তা হয়ে ওঠে আরো প্রকটতর। হামাসকে সমর্থনের প্রশ্নে লোহিতসাগরে হুতিবিদ্রোহীদের হামলার কারণে বিশ্ববাণিজ্য ও অর্থনীতির অবস্থা কতটা কাহিল হয়ে উঠেছে, তা এখন জানে গোটা বিশ্ব।

লোহিতসাগরে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালিয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্য রুট কার্যত অচল করে দিয়েছে হুতিরা। গাজাযুদ্ধ বন্ধ হওয়া না হওয়া নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল, সেই সময়ে এ ধরনের হামলা-আক্রমণের কারণে আলোচনার দরজা বন্ধ হয়ে পড়ে! বর্তমান বিশ্ব যেন 'বিভক্ত এবং খণ্ড-বিখণ্ড' হয়ে পড়েছে।

সত্যিকারের সংলাপ, সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার জায়গা দিন দিন সংকুচিত হয়ে পড়ছে।

মিউনিখ সম্মেলনের কথা কেন বারবার বলছি? বলছি এই কারণে যে, কনফারেন্সে আমি ভিন্ন কিছু লক্ষ করেছি! ইউরোপীয় প্রতিরক্ষার বিষয়ে কথা হতে শুনেছি। দেখেছি মধ্যপ্রাচ্যসংকট নিয়ে আলোচনা হতে। হতবাক হয়ে লক্ষ করেছি, প্রথম অধিবেশনের পর যখন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশ্বনেতারা উড়ে আসছিলেন, বিভিন্ন আঞ্চলিক ইস্যু আলোচনার টেবিলে তোলার চেষ্টায় সরব ছিলেন, তখন একটি শ্রেণি তড়িঘড়ি করে চলে যায় সম্মেলন থেকে! অংশগ্রহণকারী নেতারা যখন দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন, ঠিক সে সময় প্রস্থান করেন পশ্চিমা বিশ্বের কোনো কোনো নেতা। মনে রাখার বিষয়, সম্মেলনে সাইড বেঞ্চে বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়। কথা চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক বিষয় নিয়েও। তবে অংশগ্রহণকারী নেতারা যেন নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। অথচ আঞ্চলিক ইস্যুগুলোও সমান গুরুত্ব বহন করে। আজকের বিশ্ব যুদ্ধের দামামায় ক্লান্ত। এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়াও চোখে পড়ার মতো। যদিও সংঘাত বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্ব জুড়ে যেন অবিশ্বাস, ভুল বোঝাবুঝিই জেঁকে বসেছে। সব থেকে বড় কথা, বিশ্বব্যাপী যেন একধরনের ঠান্ডা লড়াই চলছে। এই লড়াই যে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে বাকি বিশ্বের, সে কথা কে না বলবে! দেশে দেশে এই যে যুদ্ধ, সংঘর্ষ এবং এর হাত ধরে সৃষ্ট সংকট–এর শেষ কোথায়? এর যুতসই সমাধানের পথই-বা কতদূর? এর ফলে বড় বড় ট্রান্সন্যাশনাল চ্যালেঞ্জ সমাধানের পথ যে ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে পড়ছে, তা কবে বুঝবে পক্ষগুলো?

ইউক্রেন-যুদ্ধের কথাই বলি কিংবা গাজাযুদ্ধ–সব ক্ষেত্রেই সমাধান জটিলতর হয়ে উঠছে। গাজায় প্রাণ ঝরছে। হতাহত বন্ধ করা যাচ্ছে না ইউক্রেনেও। অন্য আরো বেশ কিছু অঞ্চলে সংঘাত চলছে। এসব বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের বিকল্প নেই। আর এর জন্য সবার আগে দরকার বিশ্বের সমস্ত কোণ থেকে আওয়াজ তোলা, কণ্ঠস্বর উঁচু করা; সংঘাত-হানাহানি বন্ধের আহ্বান জানানো। সর্বদা মনে রাখা উচিত, অচিরেই সংঘাত বন্ধ করা না গেলে বৈশ্বিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে একটা সময়ে এসে। তখন হয়তো হানাহানির বিশ্বই হয়ে উঠবে আমাদের বাসস্থান।

লেখক: রোমের ইস্টিটুটো আফারি ইন্টারনাজিওনালির ডিরেক্টর, ফ্লোরেন্সের ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের স্কুল অব ট্রান্সন্যাশনাল গভর্নমেন্টের খন্ডকালীন অধ্যাপক ও ভিয়েনার ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান সায়েন্সের ইউরোপস ফিউচার ফেলো

দ্য গার্ডিয়ান থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

লি-তুরা করিডোর দ্রুত বাস্তবায়নে আলোচনা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বাংলাদেশের হিলিতে বালুরঘাট থেকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে হিলি-তুরা করিডোর দ্রুত বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হল বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার মনোজ কুমারের হাতে। এই উপলক্ষে বালুরঘাট থেকে আহ্বায়ক নবকুমার দাসের নেতৃত্বে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ফর করিডরের পাঁচ সদস্যের একটি টিম এদিন বাংলাদেশে প্রবেশ করে। সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশ- হিলির ডাকবাংলাতে রাজশাহী বিভাগের ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার মনোজ কুমারের সাথে সাক্ষাৎ করে বালুরঘাট থেকে মেঘালয়ের তুরা পর্যন্ত সড়ক ও রেল যোগাযোগ দ্রুত বাস্তবায়িত করবার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে দুই দেশের পর্যটন, রপ্তানি ও আমদানি, বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত হিলি স্টেশনে মিতালী এক্সপ্রেস, একতা এক্সপ্রেস সহ দূরপাল্লার গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন গুলি স্টপেজ দেওয়ার দাবি ও তোলা হয়।

এদিন ভারতের তরফে উপস্থিত জয়েন মুভমেন্ট কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, অমূল্য রতন বিশ্বাস, কার্তিক সাহা, শঙ্কর দাস ও রূপক দত্ত। অন্যদিকে, বাংলাদেশের তরফে কমিটির জাহিদুল ইসলাম, শাহিনুর রেজা, হারুনউল রশিদ এবং জামিল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এদিন সহকারি হাইকমিশনার মনোজ কুমারের হাতে এই সম্পর্কিত স্মারকলিপিও তুলে দেওয়া হয়েছে।বাংলা-হিলি স্থলবন্দরে সিএন্ডএফ এজেন্টস এসসিয়েশনের সভা ঘরে আয়োজিত বৈঠকেও করিডর কমিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

উল্লেখ্য, বালুরঘাট থেকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে হিলি-তুরা করিডরটি চালু হলে উত্তরপূর্ব ভারতের মেঘালয় সহ রাজ্য গুলির যোগাযোগে বিপ্লব ঘটবে।

প্রতিবন্ধীদের ভাতা বাড়ানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: বাজেটে রাজ্য সরকার জনমোহিনী কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করেছেন তেমনি বাড়িয়ে দিয়েছে লক্ষী ভান্ডার,তফসিলি জাতি,উপজাতি,সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সম্মান ভাতা, সরকারি কর্মচারীদের ডি.এ বাড়ানো হয়েছে কিন্তু প্রতিবন্ধীদের তাদের পেনশন বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে দিদির কাছে আবেদন জানালো বাংলার দিব্যাঙ্গরা,তমলুক ডিম অফিসের সামনে সভা করে।ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বারবার তারা দাবি জানিয়ে এসে ছিল প্রতিবন্ধীদের পেনশন বাড়ানো হোক,কিন্তু রাজ্য সরকার আর্থিক সংকটের কথা বিভিন্ন সময়ে জানিয়ে ছিল,কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার কথা,অপর দিকে তফসিলীদের পেনশন বাড়ানোর ক্ষোভ তৈরি হয়েছে দিব্যাঙ্গদের মধ্যে,অতীতে দীর্ঘ আন্দোলন করে রাজ্যের তত্কালীন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর চেষ্টায় রাজ্য সরকার ২০১৭ সালে ৪০ শতাংশের উপর প্রতিবন্ধীদের জন্য মাসে মাসে ১০০০ টাকা করে মানবিক পেনশন চালু করে ছিল বর্তমানে এই পেনশন যাতে বাড়ানো হয়,এই আর্জি নিয়ে মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসকের কার্যালয়ের পাশে ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে প্রতিবন্ধীরা সমবেত হয়।

প্রতিবন্ধীদের দাবি যেভাবে লক্ষীর ভাণ্ডারের টাকা বাড়ানো হল তাতে সংকটের মধ্যে নেই রাজ্য সরকার।স্বাক্ষর সংগ্রহ করে দিদির কাছে তাদের আবেদন বার্তা পাঠানো হবে বলে জানালো প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক যোগেশ সামন্ত। তিনি আরো বলেন ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যে প্রতিবন্ধীদের পেনশানের টাকার পরিমান আমাদের রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি।রাজ্য সরকারের ইচ্ছায় যেমন বহু প্রতিবন্ধীরা যেমন মানবিক পেনশান পাচ্ছেন এজন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তেমনি এই ১০০০ টাকা থেকে ন্যূনতম ৩০০০ টাকা যাতে পেনশান দেওয়ার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করে এটাই আমাদের দাবি দিদির কাছে। প্রতিবন্ধীদের পেনশান,উন্নয়নের শংসাপত্র এই সবই রাজ্য সরকারের আওতায় তাই রাজ্য সরকারকেই পেনশান বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সারা বাংলা জুড়ে প্রতিবন্ধীরা দিদির কাছে সেই দাবি জানাচ্ছে। স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে।

নওশাদের মুক্তির দাবিতে...

ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের চেয়ারম্যান পীরজাদা নওসাদ সিদ্দিকী সাহেবের মুক্তির দাবিতে মঙ্গলবার বিকালে বাগনানের বাইনানে মিছিল। ছিলেন শিক্ষক কালিমুল্লাহ সহ অন্যান্যরা।

পানীয় জলের সাবমার্সিবল খারাপ, সারানো নিয়ে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব

আসিফা লস্কর ● উস্তি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি বাজারের পানীয় জলের সাব মার্সেল খারাপ, সারানো নিয়ে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। ক্ষোভ স্থানীয় তৃণমূলের একাংশ ও ব্যবসায়ী সমিতির। জনবহুল বাজারের মধ্যে পানীয় জলেরজন্য বসানো হয়েছিল সাব মার্সেল খরচ হয়েছিল প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা। অভিযোগ সেখানে বসানো হয়েছিল একটি ছোট টুলু পাম্প যার ফলে লোড নিতে না পেরে খারাপ হয়ে পড়ে থাকে সাবমার্সিবল টি। সাবমার্সিবল সারানো নিয়ে শাসক দলের নেতাদের কাজকর্মে ক্ষোভ দলেরই একাংশের। অনুন্নয়ন নিয়ে বিরোধীদের মুখের কথা এখন শোনা যাচ্ছে শাসক দলের স্থানীয় নেতাদের মুখে। সাড়ে আট লক্ষ টাকার মত খরচ করে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের ইয়ারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজবল্লভপুর বাজারে পানীয় জলের জন্য বসানো হয়েছিল একটি সাবমার্সিবল ।

শাসক দলের একাংশ ও স্থানীয়পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তথা অঞ্চল যুবতৃণমূলের সভাপতি রাজু মন্ডল জানিয়েছেন দীর্ঘদিন পঞ্চায়েত প্রধান থেকে বিধায়ক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে জানিয়ে কোন কাজ হয়নি। এত বড় বাজার ছাড়া আট দশটি দামের মানুষরা এসে এখান থেকে ড্রাম ভর্তি করে জল নিয়ে যেত। মাত্র কয়েকদিন চলে সেই সাবমার্সিবল অকেজো হয়ে পড়ে থাকার পিছনে দায়ী করেছেন শাসক দলের একাংশ কে। সামনে আসছে প্রচন্ড দাবদাহ। শাসকদলের এই গোষ্ঠীদন্দের শিকার কেন সাধারণ মানুষ হবে? প্রশ্ন উঠছে এলাকা থেকে। যদিও বিধায়ক জানিয়েছে আমাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই সাব মার্সেল সারিয়ে দেওয়া হবে। তবে এই বিষয়ে কটাক্ষ করে বিজেপির দাবি তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন দলের জেরেই শুধুমাত্র এই উস্তি নয় বিভিন্ন জায়গায় এই ভাবেই ভোগান্তির শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। প্রশাসন অবিলম্বে এর ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক।

জেলার দুই স্বাস্থ্য আধিকারিক অফিসের সামনে বিক্ষোভ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: এ আই ইউ টি ইউ সি প্রভাবিত পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের তরফে বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার বীরভূম স্বাস্থ্য জেলা ও রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা আধিকারিকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।পাশাপাশি জেলার রাজনগর,খয়রাসোল সহ বেশ কয়েকটি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের নিকটেও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। দাবি সমূহের মধ্যে ছিল আশা কর্মীদের কাজের স্থায়ী করন, ভাতা বৃদ্ধি, এনড্রয়েড মোবাইল সেট প্রদান,ইনসেন্টিভের টাকা ভাগে ভাগে দেওয়া বন্ধ করে বকেয়া টাকা প্রদান, সমস্ত অতিরিক্ত কাজের উপযুক্ত ভাতা,পালস পোলিও,ফাইলেরিয়া ইত্যাদি কাজের ভাতা বৃদ্ধি করে নিয়মিত দেওয়ার ব্যবস্থা সহ ১২ দফা দাবিতেই স্মারকললিপি প্রদান বলে সংগঠন সূত্রে জানা যায়।

পাশাপাশি ধর্মতলায় আশা কর্মীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে ৩০ জন আশা কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়, তাদের ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল,কিন্তু সেটা না মানায় আগামী ১ লা মার্চ থেকে কর্মবিরতি পালনের ও ডাক দেওয়া হয় এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে।বিক্ষোভ আন্দোলনে উপস্থিত এ আই ইউ টি ইউ সি জেলা সম্পাদিকা আয়েশা খাতুনের বক্তব্য কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটে আশা কর্মীদের জন্য কোনো ভাবনা ভাবেননি। দিনরাত পরিষেবা দিয়ে থাকেলেও আশা কর্মীরা বিভিন্ন দিক দিয়ে বঞ্চিত।উল্লেখ্য আগামী ৩ রা মার্চ থেকে পালস পোলিও কর্মসূচি রয়েছে।অন্যদিকে ১ লা মার্চ থেকে আশা কর্মীদের কর্মবিরতি পালনের ডাক দিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে একটা জরুরি বার্তা বলে মনে করা হচ্ছে। এদিনের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্মারকলিপি প্রদানে সিউড়িতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বঙ্গ আশা কর্মী জেলা ইউনিয়নের পক্ষে মাধবী সিনহা, জিনা চট্টরাজ, মনিষা অধিকারী এবং রামপুরহাটে ছিলেন নয়না খাতুন, অশ্রুকণা সাহা প্রমুখ নেতৃত্ব।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে গ্রামের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার জগদলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহিরাগতের হাতে স্কুলের মধ্যে কিছু দিন আগে এক শিক্ষককে মারধর করার ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকেই বামননগোলা থানা এলাকার জগদল্লা স্কুলের সামনে এলাকাবাসী প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে গ্রামের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি সহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে সকাল থেকেই বিক্ষোভ চলতে থাকে।

গ্রামবাসীরা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে স্কুলের ভেতর থেকে গেটে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্কুলের যেতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তাদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক কিছুতেই দেখা করতে না চাওয়ায় অবশেষ গ্রামবাসীরা তালা মারার সদ্ধান্ত নেন। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আছে বামনগোলা থানার পুলিশ। এলাকাবাসীর পুলিশের সাথে কথা বলার পরে বিক্ষোভ থেকে সরে যায়।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডাবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে ঐ শিক্ষক। এই বিষয়ে বামনগোলা, তৃনমুল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অশোক সরকার বলেন' বিদ্যালয়ে মধ্যে একটি মিটিং ছিলো ম্যাগাজিন কমিটির সেখানে কথা কাটাকাটি হয় কিছু হয়নি একটু ধাক্কা থাক্কি হয় কোন মারধর করা হয়নি। তৃণমূলের কোন দুষ্কৃতি নেই তব প্রচার করছে বিজেপি।স্কুল একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা বলবে কি হয়েছিলো। বিজেপির লোকজন কেন বাইরের লোক কথা বলবে। যা বলবে স্কুলের শিক্ষকেরা বলবে।এ বিষয়ে বিজেপির তরফে বামনগোলা মন্ডল২ এর সভাপতি অমিত ঘোষ বলেন' স্কুলের মধ্যে মারধরের অভিযোগ বিজেপি করতো তাহলে হাতে বিজেপির পতাকা নিয়ে স্কুলের সামে বিক্ষোভ দেখাতো এলাকাবাসী চাই স্কুল পরিষ্কার করছিল থাকুক উন্নত হোক।

ভাঙড় হাইস্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে বিস্ফোরণের ঘটনায় আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: মঙ্গলবার দুপুরে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরই বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে ওঠে ভাঙড় হাই স্কুল। ভাঙ্গড় হাই স্কুলে এবারে কাঁঠালিয়া হাই স্কুল ও কারবালা হাই স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে। মঙ্গলবার স্কুলের বাথরুম থেকে প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ আসে বলে খবর। ঘটনাস্থল থেকে বোমার সুতুলি উদ্ধার করে পুলিশ। স্কুলের মধ্যে এমন ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনায় স্কুলের ছাত্র থেকে শিক্ষক ও অভিভাবকরা আতঙ্কিত। এক প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র সাইজাত সিদ্দিকী জানান, আমি যখন বাথরুমের মধ্যে আসি তখন এসে দেখি একটি বোম বাথরুমের মধ্যে রয়েছে। আমি তড়িঘড়ি শিক্ষকদের খবর দিই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কলকাতার পুলিশের আধিকারিকেরা। পুলিশ আসার কিছুক্ষণ আগেই বিকট শব্দ করে বোমাটি ফেটে ওঠে। কি কারণে বোমা বিস্ফোরণ তার তদন্ত শুরু করছে কলকাতা পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান স্রেফ আতঙ্ক ছড়াতে এটি করা হয়েছে।।

পরীক্ষা কেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: উচ্চ মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রের, ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অরঙ্গাবাদ এলাকাতে। জানা গিয়েছে ওই ছাত্রের নাম প্রীতম দাস (১৯)। তার বাড়ি সুতির মহিশাইল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন পারুলিয়া গ্রামে।

প্রীতম দাস সুতির মুরালিপুকুর হাই স্কুলের ছাত্র ছোটো থেকে মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত, মনের জোড় আর সাহস নিয়ে বসে উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষায়, প্রীতম দাস মুড়ালিপুকুর হাই স্কুলের ছাত্র উচ্চমাধ্যমিকের সেন্টার পরেছিল সুতির অরঙ্গবাদ হাইস্কুলে, প্রীতম দাস ছোট থেকেই শারীরিকভাবে অক্ষম মনের জোর আর মনের সাহস নিয়ে বসেছিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মঙ্গলবার ইতিহাস পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ করেই সেন্টারের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পরে তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সুতি-২ মহিশাইল ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, ব্লক স্বাস্থকেন্দ্রে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে, ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে, পরিবার জুড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ঘটনাস্থলে আসেন সাংসদ খলিলুর রহমান, উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিলের জয়েন কনভেনার আশরাফ রাজবী, এছাড়াও ঘটস্থলে আসেন সুতি থানার পুলিশ।

১০ই মার্চ ব্রিগেড উপচে পড়বে, দাবি অরূপের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে আগামী ১০ই মার্চ রবিবার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে জনগর্জন সভার ডাক দেওয়া হয়েছে। ওই সভায় জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ব্রিগেড উপচে পড়বে। ব্রিগেড কানায় কানায় পূর্ণ হবে। মঙ্গলবার এমনই দাবি করলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। মূলত: ব্রিগেডের প্রস্তুতি হিসেবে মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়া সদর তৃণমূল কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, দলের চেয়ারম্যান লগন দেও সিং, বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, নন্দিতা চৌধুরী, সীতানাথ ঘোষ, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

২১ শতাংশ ছাড়ে রাজারহাটে চালু 'ঔষধি' মেডিসিন আউটলেট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রাজারহাট

আপনজন: রাজারহাট চালু হল 'ঔষধি' নামে আধুনিক ব্যবস্থার একটি মেডিসিন আউটলেট। মঙ্গলবার রাজারহাট চৌমাথা মোড়ের কাছে ৯১ রোডের উপরে ওই মেডিসিনের দোকানটি দ্বারোঘটন হয়।

এদিন সকালে নয়া আউটলেটির আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সদস্য তথা রাজারহাট ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি আফতাব উদ্দিন। তিনি বলেন, 'ব্যবসায়িক ভাবনার পাশাপাশি উদ্যোক্তারা এখানে মানুষের পরিষেবা বজায় রাখবেন বলেছেন'।

এছাড়াও এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট বিষ্ণুপুর দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য রক্তিম কর, বিউটি পাল প্রমুখ। ঔষধি'র আউটলেটের কর্ণধার দেব মিশ্র জানিয়েছেন, রাজারহাট বাসীকে স্বাচ্ছন্দ পরিষেবার প্রদানের কথা মাথায় রেখে আউটলেটটি খোলা হয়েছে। এখানে একই ছাদের তলায় মিলছে হরেক রকমের মেডিসিন। নানান জটিল রোগের চিকিৎসায় থাকছে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানে যাবতীয় পরিষেবা পাওয়া যাবে। অনলাইন ব্যবস্থায় থাকছে ওষুধ কেনার সুযোগ।

এই ক্রেতাদের সুবিধার্থে ৫ কিলোমিটার দূরত্ব পথ পর্যন্ত থাকবে ফ্রি হোম ডেলিভারি। কেনাকাটায় সর্বোচ্চ ২১ শতাংশ ছাড়ের ঘোষণা। খুব শীঘ্রই কর্তৃপক্ষ নিজস্ব একটি মোবাইল অ্যাপও বাজারে নিয়ে আসছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নবগ্রামে জলে ডুবে মৃত্যু দুই শিশু কন্যার

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: দাদুর বাড়ি বেড়াতে এসে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই শিশু কন্যার,মর্মা ন্তিক দুর্ঘটনা নবগ্রামে। জানা যায় মঙ্গলবার বিকেল চারটে নাগাদ মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের ইটাসরান গ্রামে ঘটে ঘটনাটি। মৃত ওই দুই শিশুর নাম আলিশা খাতুন বয়স আনুমানিক ১২ ও মোনালিসা খাতুন বয়স আনুমানিক ১১ বছর। তাদের বাড়ি খড়গ্রাম ব্লকের শেরপুর গ্রামে। পরিবার সূত্রে খবর নবগ্রাম ব্লকের ইটাসরান গ্রামে দাদুর বাড়ি বেড়াতে এসেছিল ওই দুই শিশু কন্যা। পরিবারের লোকজন জানাই ওই দুই শিশুকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপর পুকুরে নেমে স্নান করার সময় এক ব্যক্তি দেখে পুকুরের মধ্যে ভাসছে ওই দুই শিশু। জানাজানি হতেই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়, শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার জুড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নবগ্রাম থানার পুলিশ। এবং ওই দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়।

স্কুলের সামনে এক টাকার সিঙাড়া

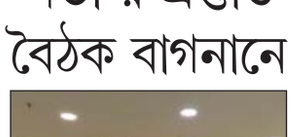

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: মশলা মেশানো আলু কপি প্রভৃতির পুর দেওয়া তেকোণা জিভে জল আনা খাবার সিঙাড়া পছন্দ করেন না এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর।কিন্তু বর্তমান সময়ে এত কমদামে যে তা পাওয়া যেতে পারে সেটা না দেখলে বোঝা যেত না। দেগঙ্গা ব্লকের চৌরাশি হাইস্কুলের সামনে একধরনের সিঙাড়া পাওয়া যায়। যার দাম প্রতি পিস মাত্র এক টাকা!অবাক হচ্ছেন তাই না!অবাক হওয়ারই কথা। তবে বাজারে যে সাইজের সিঙাড়া দেখে আমরা অভ্যস্ত এখানকার সিঙাড়ার সাইজ তারথেকে বেশ ছোট।চৌরাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের চিংড়িয়ার সালাউদ্দিন মন্ডল এই সিঙাড়া বিক্রি করেন। তার কথায়,দিনে এক থেকে দেড় হাজার পিস সিঙাড়া বিক্রি হয়। যদি বাড়তি থাকে তাহলে নিজেদের দোকানে বিক্রি হয়। সাইজে ছোট হলেও স্বাদ বাজার চলতি সিঙাড়ার মতোই। এই সাইজের সিঙাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

'জনগর্জন সভা'র প্রস্তুতি বৈঠক বাগনানে

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন: ১০ই মার্চ ব্রিগেডে 'জনগর্জন সভা'র প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বাগনানের একটি ভবনে।প্রসঙ্গত,তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর এই নিয়ে কলকাতার বুকে জোড়াফুলের তৃতীয় ব্রিগেড হতে চলেছে আগামী ১০ই মার্চ। কেননা রাজ্যের শাসকদলের মূল লক্ষ্য, বাংলার বুকে ৪২-এ-৪২ এবং দিল্লিতে বর্তমান বিজেপি সরকারের পরিবর্তন করে বিকল্প দলের সরকার গঠন। যার নেতৃত্বে থাকবেন বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই ব্রিগেডে এবার বাংলার বঞ্চিতদের 'জনগর্জন'কে সার্থক রূপ দিতে চায় ঘাসফুল শিবির।

মেডিক্যাল কলেজের B.Sc নার্সিং (প্রথম সেমিস্টার) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমাজতত্ত্বের কিছু সাজেশন মূলক প্রশ্ন- ২০২৪

WBNC,INC,WBUHS -এর সিলেবাসের উপর ভিত্তি করে লেখা।
Question pattern(Total 37 Marks) : MCQ : 6×1=6 Msrks, Short Note : 3×5=15 Ms-rks,Very Short Note: 3×2=6 Msrks,Long Essay : 1×10=10 Msrks)

প্রস্তুত করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষক
জয়দেব বেরা

A. Answer the following questions (very short) : (2 marks)
1.Define Sociology.
2. Define community.
3. What is personal disorganization?
4.Define social group.
5.Difference between society and community.
6. What is Quasi group?
7.Define cooperation and Competition.
8.Define Socialization.
9.Rural/Village community.
10. Difference between culture and civilization.
11.What is Isolation?
12. What is Family?
13. Define Marriage.
14. What is Social Stratification?
15. Define Caste System.
16.. What is Class?
17. What is Ascribed and Achieved Status?
18. Differentiate between Caste and Class system?
19.What is Social Organization?
20.What is Social System?
21.Social welfare programms.
22. What is Poverty?
23. Define illiteracy.
24. What is Juvenile delinquency?
25.What is Association and Institution?

B) Answer the following questions (Short Notes) : (Marks -5)
1. Discuss nature and Scope of sociology.
2. Society?
3. Prostitutions and HIV.
4.Crime and Substance abuse.
5. Describe the process and agency of socialization.
6.Differential between primary & secondary groups.
7. Role of nurse- change agents.
8. Discuss the health problems in Rural and Tribal community.
9. Culture and Transcultural Society.
10. Describe various types of family.
11. What major functions does a family perform in society?
12. Discuss the various Legislation and Custom on marriage in India.
13. What is Race? Describe criteria for racial classification.
14. Discuss fundamental rights on Individual, women and children.
16. Explain role of nurse in reducing social problems and enhancing coping among individuals and groups.
17. What are the definition and functions of clinical sociology?
18. Vulnerable group.

C) Answer the following questions (Long Essay): (Marks -10)
1.Various types of Social processes. How is sociology important for the nursing profession?
2.What is Social group? Discuss briefly the classification of social group.
3.What is culture? How does culture influence on health and disease of man?
4.Explain the basic needs of family. Briefly discuss influence of family, marriage on health and health practices.
5.What do you mean by Social mobility? What are the types of Social mobility with example?
6.What is Class? write a brief note on the influence of class,caste and race system on the health.
7.What is Social disorganization? Explain the various types of Social problems.
8.What are the types of Marriage? What is Voluntary Association?

লেখক: অতিথি অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব, সেবাব্রত ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং, সঞ্জীবন কলেজ অফ নার্সিং, উলুবেড়িয়া এবং মৃণালিনী দেবী কলেজ অফ নার্সিং,শান্তিনিকেতন।

বিদ্যালয় পড়ুয়াদের মধ্যে মানসিক এবং আচরণগত সমস্যা সৃষ্টির কারণগুলো প্রসঙ্গে

সজল মজুমদার
শিক্ষক এবং প্রাবন্ধিক

শিক্ষা হলো ব্যক্তির জীবনব্যাপী ক্রমবিকাশের এক ছেদহীন প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠ ও সার্থক সঙ্গতি বিধানে এবং সমাজের বহুমুখী দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলে। অন্যদিকে বিদ্যালয়কে সাধারণত সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়ে থাকে। সুসংগঠিত ভাবে জ্ঞানার্জন এবং প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন তা গ্রহণ করতেই পড়ুয়ারা সাধারণত বিদ্যালয়ে আসে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ইদানিং কালে পড়ুয়ারদের মধ্যে মনোযোগের অভাব, মানসিক তথা বিভিন্ন আচরণগত সমস্যার সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। যেমন, অনেক ক্ষেত্রেই অনেক পড়ুয়ার মধ্যে অমনোযোগিতা, অতি চঞ্চলতা, হঠকারিতা, অবাধ্যতা, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের বিরক্ত করা, মিথ্যে কথা বলা, বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলা না মানা, কথায় কথায় তর্ক করা, নিজের দোষ ত্রুটি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া, হঠাৎ মেজাজ হারানো, অভিমানী হওয়া, অপরাধ প্রবণতা, আবেগ জনিত বিষয় ইত্যাদি সমস্যাগুলো প্রকাশ পাচ্ছে। এই সমস্যাগুলো মনোবৈজ্ঞানিক ভাষায়, মনোযোগের অভাবজনিত অতি সক্রিয়তা সমস্যা বা Attention Deficit Hyperactivity Disorder, এবং কর্তৃত্বের প্রতি বিরুদ্ধতা মূলক আচরণ বা Oppositional Defiant Disorder নামে পরিচিত। পড়ুয়াদের মধ্যে এই মানসিক সমস্যাগুলো সাধারণত সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, জৈবিক বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হতে পারে। বিদ্যালয়ে অনেক সময় অত্যধিক কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা, পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকা, পড়ুয়াদের অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা, পড়ুয়াদের প্রতি নেতিবাচক সমালোচনা বা শব্দ ব্যবহার, স্নেহের অভাব, পড়ুয়াদের অকারণে বকাবকি করা, পড়ুয়াদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থতা, পড়ুয়াদের অভিযোগ শোনার ধৈর্যের অভাব, পক্ষপাতিত্ব, পড়ুয়াদের প্রতি উদাসীনতা, ইত্যাদি নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পড়ুয়াদের মধ্যে ওপরে বর্ণিত মানসিক, আচরণগত সমস্যার পরোক্ষভাবে জন্ম দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকারাই করে থাকেন বা সঠিক সময়ে সমাধান করলে সুফল মিলতে পারে। যেমন - পড়ুয়াদের সর্বদা বিদ্যালয়ের শ্রেণী পাঠ্যক্রম এবং সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী গুলোতে উৎসাহ দান, প্রশংসা করতে হবে। পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের কেও একই শ্রেণীর প্রথম সারির পড়ুয়াদের সাথেই বিভিন্ন এক্টিভিটি তে যুক্ত থাকার সুযোগ দিতে হবে। প্রতিটি শ্রেণীতে দীর্ঘ কয়েক দিন ধরে অনুপস্থিত থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিত না থাকার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করে তাদেরকে স্কুল-মুখী করার জন্য পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের প্রেরণা যোগাতে হবে। সকল পড়ুয়ারদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে। নিয়মিত বিভিন্ন পরীক্ষার শেষে পুরস্কার প্রদান করতে হবে। বিদ্যালয়ের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার বেড়াজাল সামান্য শিথিল করে চাপমুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। বিদ্যালয়ের স্থির নিয়ম নীতি মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি নমনীয় হতে হবে। ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সর্বদা বজায় রাখতে হবে। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে নেতিবাচক আচরণগত পরিবর্তনকে সজাগ ভাবে লক্ষ্য রেখে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট সমস্যা কে সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে। দলগত সৃজনশীল বিভিন্ন কাজ ,যেমন- বাগান তৈরি, ছবি আঁকা, ক্লাসরুম সাজানো, গ্রুপ প্রোজেক্ট ইত্যাদিতে পড়ুয়াদের যুক্ত করতে হবে। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি টিকে পড়ুয়াদের স্বার্থে সুন্দরভাবে সাজানো এবং পরিচর্যা করতে হবে। খেলাধুলায় পারদর্শী পড়ুয়াদের খেলাধুলাতে উৎসাহ দিতে হবে। সর্বোপরি, মানসিক এবং আচরণগত সমস্যাগ্রস্ত পড়ুয়াদের চিহ্নিত করে তাদের কাউন্সেলিং করিয়ে আবার পড়াশোনার মূলস্রোতে ফেরাতে হবে। এসব পদ্ধতিই একটি পড়ুয়াকে তার কাঙ্খিত মানসিক এবং প্রোক্ষভিক বিকাশের চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, আজকের পড়ুয়ারা ই আগামীর ভবিষ্যত। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক দিশা দেখাতে ছাত্রছাত্রীদের সাথে বিদ্যালয় তথা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহিত পারস্পরিক আস্থা -বিশ্বাস - ভরসা শ্রদ্ধা অটুট রাখা টা একান্তই অপরিহার্য।

মাধ্যমিকের পর পড়াশোনা-ভাবনা

যশখ্যাতির পেছনে দৌড়াবে, নাকি নিজের ভালোলাগাকে গুরুত্ব দেবে! সেই মতো হবে ক্লাস ইলেভেনে বিষয় নির্বাচন

শুভ্রাংশু সর্দার
শিক্ষক

কালনা মহারাজা হাই স্কুলের ছাত্র সুদীপ্ত প্রশ্ন রেখেছিল, ইতিহাস-ভূগোল তার ভালো লাগার বিষয়, কিন্তু মাধ্যমিকে ভলো পরীক্ষা দিয়েছে অংক এবং অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ে। বাড়ি থেকে বলা হচ্ছে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার জন্য। কী করবে সে? বারাসাতে বাড়ি ইংরেজি শিক্ষকের কন্যার ইচ্ছে বাবার বিষয় নিয়ে পড়বে। কিন্তু সেখানেও বাধ সাধছেন বাবা-মা। দ্যাখ না, বিজ্ঞানে চান্স পেয়ে গেলে নিট পরীক্ষায় বসতে পারবি, একবার অন্তত কন্যাকে NEET-এ বসিয়ে পরখ করিয়ে নেবে , এ' তাদের বহুদিনের মনোগত অভিলাষ।

এ সবের উত্তর দিচ্ছিলেন গতবছর উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম হওয়া শুভ্রাংশু সর্দার। সদ্য শেষ হওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য অনুসন্ধান কলকাতার এক অনলাইন সান্ধ্য আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

তিনি বলেন, তোমার যদি ইতিহাস কিংবা ইকনমিক্স ভালো লাগে, তাহলে তাই নাও। সেটায় কেউ আর্টস বলুক বা সায়েন্স বলুক, তা নিয়ে অকারণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। অবশ্য তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যশ-খ্যাতির পেছনে তুমি দৌড়াবে, নাকি তোমার ভালোলাগা প্যাশন-কে গুরুত্ব দেবে! এই সিদ্ধান্তের উপর হবে তোমার বিষয় নির্বাচন। বিষয় নির্বাচন করতে নিজেকে চেনা খুবই জরুরি। তার জন্য ক্রিয়েটিভ এনালিসিস খুবই দরকার লাগে। তোমাকে জানতে হবে তোমার নিজের মধ্যে কোন দিকে ভালো লাগা, দক্ষতা আছে। এই প্রসঙ্গে শুভ্রাংশ বলেন ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে বিশেষ বিশেষ দক্ষতা দিয়েছেন। আমাদের প্রয়োজন সেটা জেনে নেওয়া এবং আত্মনির্ভরতার সঙ্গে পথ চলা। এতে নিজের সৃজনশীলতা বাড়ে। সৃজনশীল মানুষেরাই সমাজের জন্য কিছু রেখে যেতে পারেন। আমাদের উচিত ক্রিয়েটিভ মাইন্ড কখনও যেন বন্ধ না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা এবং সময় উপযোগী দৃঢ় সিদ্ধান্তে অটল থাকা।

এদিন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ড.মানস প্রতিম দাস, ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী মতিয়ার রহমান খান, প্রধান শিক্ষক শেখ আলী আহসান, আইনজীবী শেখ মেহেবুবার রহমান, চিকিৎসক কুনাল কান্তি মজুমদার, শিক্ষক গৌরাঙ্গ সরখেল, রাশি বিজ্ঞানের কৃতী শুভজিৎ মাইতি প্রমুখ।

মাধ্যমিকের পর বিষয় নির্বাচনে কোন কোন দিক বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে, আগামী সেশন থেকে শুরু হয়ে যাবে ক্লাস ইলেভেন-টুয়েলভ এর জন্য সেমিস্টার পদ্ধতি, তার জন্য কোন কোন দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে টার্গেট নেওয়া এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার পথ ও পদ্ধতি এবং কর্মমুখী পড়াশোনা কেমন করে নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটায়- এ সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এদিনের এই আয়োজনে। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর পরই ছাত্র-ছাত্রীরা এই আলোচনায় অংশ নিয়ে খুবই উপকৃত হয়েছে বলে জানান অভিভাবকেরা। অনুসন্ধান কলকাতার এই ধরনের আরো আলোচনা হোক সে কথাও বলেন তাঁরা। বিশেষ করে আর্টস বিষয়ে পড়ার পর কোন কোন দিকে যাওয়া যেতে পারে, আইন নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ সুবিধা ও তার জন্য প্রস্তুতি কিভাবে নিতে হয়। এ দিনের আলোচনায় সঞ্চালনা করেন শিক্ষক নায়ীমুল হক। অনুষ্ঠানের শুরুতেই জীবনমুখী গানের কলি আলোচনায় গতি সঞ্চার করে। নদীর মত জীবন প্রবাহিত হোক, ভবিষ্যৎ নিয়ে অযথা চিন্তা বাড়িও না। অসম থেকে এই সংগীত পরিবেশন করেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ড নিপম কুমার সাইকিয়া।

Since 2011

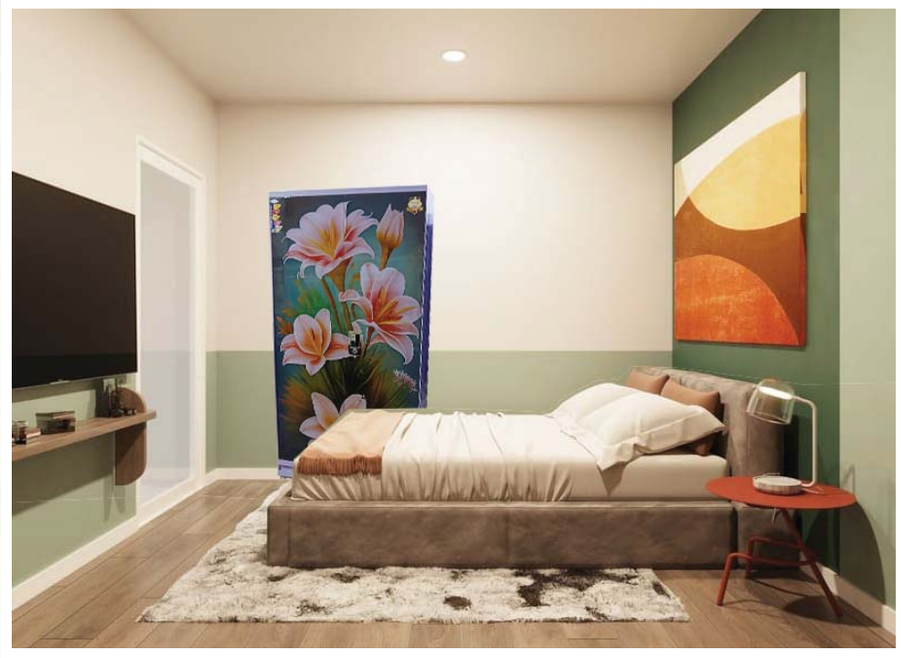

নামী, তবে দামি নয়

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি

পাউডার কোটেড

RIMEX

We Make Furniture For Needs

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০
rimexsteelandironofficial@gmail.com

ফাস্টিংয়ে বাড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: গবেষণা

আপনজন ডেস্ক: একটানা ২৪ ঘন্টা না খেয়ে থাকলেই নাকি বাড়বে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। সাম্প্রতিক এক গবেষণার আলোকে এমনটাই জানিয়েছেন গবেষকরা। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ যৌথভাবে একটি গবেষণা করেছে। তাতে দেখা গেছে, ফাস্টিং করলে শরীরের অনেক উপকার হয়।

প্রদাহ নিয়ে গবেষণা

এই গবেষণায় শরীরের একটি বিশেষ সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা হয়। সমস্যাটির নাম প্রদাহ বা ইনফ্লেমেশন। সাধারণত মেটাবলিজম থেকে ইনফ্লেমেশন তৈরি হয়। এর ফলে আর্থ্রাইটিসের মতো নানা রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে।

এই প্রদাহ কমানোর জন্য চিকিৎসকরা জীবনযাপনে বদল আনার পরামর্শ দেন। এই ইনফ্লেমেশনের অন্যতম কারণ হলো এনএলআরপি৩ ইনফ্লেমেসাম। আর্থ্রাইটিস ছাড়াও ইনফ্লেমেশন থেকে একদিকে যেমন ওবেসিটি হতে পারে, অন্যদিকে ডিমেনশিয়া বা অ্যালঝাইমার্স ডিজিজের মতো কঠিন রোগও হতে পারে। তার পিছনে দায়ী স্নায়ুর ইনফ্লেমেশন।

২৪ ঘণ্টার ফাস্টিং

২১ জন ব্যক্তিকে নিয়ে এই গবেষণা করা হয়। গবেষকদের মতে, ২৪ ঘণ্টা ফাস্টিংয়ের আগে যারা ৫০০ ক্যালোরির খাবার খান, ২৪ ঘণ্টা পর আবার তাদের খাবার দেওয়া হয়।

এর মধ্যেই শরীরের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। দেখা যায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই বেড়েছে ওই ব্যক্তিদের। ৫০০ ক্যালোরি খাবার খাওয়ার পর ২৪ ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে হয় ওই ব্যক্তিদের।

সেই সময় দেখা যায়, রক্তে আরাকিডোনিক অ্যাসিড নামের একটি বিশেষ উপাদানের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এটিই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অন্যতম উপাদান। এটি আদতে এক ধরনের লিপিড। এই লিপিডের পরিমাণ আবার খাবার খেলেই কমে যায়। ২৪ ঘণ্টা পর ৫০০ ক্যালোরির খাবার খাওয়ানো হয় ওই ব্যক্তিদের। তখনই আরাকিডোনিক অ্যাসিডের পরিমাণ কমে যায়।

এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের মতামত, উপোস থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। যা প্রদাহ কমায়। তবে কেন এটা হয়, তার কারণ জানা যায়নি এখনও।

বায়ুদূষণে বাড়ছে ক্যান্সারের ঝুঁকি!

আপনজন ডেস্ক: বায়ুদূষণের কারণে মানুষের রক্তে ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম ও সীসার পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে ১০ গুণ বাড়ছে। এই ভারি বস্তুকণা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে বলে মনে করছেন গবেষকরা। তারা বলছেন, কিডনি, উচ্চরক্ত চাপ ও ফুসফুসেরও ক্ষতি করছে বায়ুদূষণ।

প্রতিটি নিঃশ্বাসে লক্ষ-কোটি বিষাক্ত বস্তু কণা ঢুকছে শরীরে। মিশে যাচ্ছে রক্তে আর মানুষের মস্তিষ্কে। নীরব ঘাতক হয়ে ধীরে ধীরে শরীরে বাসা বাঁধছে রোগবালাই।

অফিস আদালত, শিল্পকারখানা, কোথাও নেই নির্মল বাতাস। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরে ক্যান্সার তৈরি করে এমন বস্তুকণাও (কারসেনোজেনিক) নিঃশ্বাসের সাথে মানুষের রক্তে মিশে যাচ্ছে। ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সীসাসহ বাতাসে থাকা প্রতিটি বস্তু কণাই স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে ৫ গুণ বেশি। এসব ক্ষতিকর বস্তুকণা তৈরি হচ্ছে মূলত, শিল্পকারখানার দূষিত বায়ু, ট্যানারির বর্জ্য, ইট ভাটার দূষণ, অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট ও মেগা প্রকল্প নির্মাণ আর গাড়ির কালো ধোয়া থেকে।

গবেষকরা বলছেন, তিন স্তরের মানুষের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। উচ্চমাত্রায় মিলেছে ক্যান্সার সৃষ্টি করা এই বস্তুকণা।

দূষিত বাতাস সেবন করায় শুধু ক্যান্সার নয়, কিডনি রোগ বাড়ছে। ফুসফুস, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মত রোগের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিচ্ছে অতিরিক্ত বায়ুদূষণ। মস্তিষ্কে মিশে ব্রেনের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। দূষণের কারণে গর্ভে থাকা শিশুরা জন্মগতভাবেই নানা রোগ নিয়ে পৃথিবীতে আসছে। বিভিন্ন রোগের কারণ বায়ুদূষণ। ব্রেনের বিভিন্ন সেলেও কার্যক্ষমতা বন্ধ করে দিতে পারে এ দূষণ। শুধু তাই নয়, বায়ুদূষণের কারণে সর্দি, কাশি অ্যাজমা, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস ও শ্বাসতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসব সমস্যাতো কমছেই না বরং প্রতিনিয়তই বাড়ছে। এই সংকট থেকে মুক্তি মিলবে কবে জানা নেই নগরবাসীর।

‘বিভ্রান্তিকর’, পতঞ্জলির অ্যাড নিষিদ্ধ করল সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: পতঞ্জলির ওষুধ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। সেইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে অ্যালোপাথি ওষুধের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ লিমিটেডে এবং সংস্থার অধিকর্তা আচার্য বালাকৃষ্ণনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশও জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি আহসানউদ্দিন

আমানুল্লা বলেন, ‘আপনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি সবকিছু করে দিতে পারেন - এইসব বিজ্ঞাপন দেখে সেটাই মনে হচ্ছে। বিষয়টা হল যে স্থায়ীভাবে মুক্তি পাওয়ার উপায় হিসেবে আপনি আপনার দ্রব্য বিক্রি করছেন। এটা পুরোপুরি বিভ্রান্তিকর এবং আইন বিরোধী।’

কোমরে ব্যথা ও করণীয়

আপনজন ডেস্ক: কোমর ব্যথা সবচেয়ে সাধারণ ব্যাধিগুলির মধ্যে একটি, যা তাদের জীবনের কোনো না কোনো সময়ে দশজনের মধ্যে আটজনকে প্রভাবিত করে। কোমর ব্যথা সূক্ষ্ম বা ক্রমাগত তীব্র হতে পারে। তীব্র কোমর ব্যথা দ্রুত ঘটে এবং প্রায়শই কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয়। কোমরের ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী বলে মনে করা হয় যদি এটি তিন মাসের বেশি স্থায়ী হয়। যখন কোমরের ব্যথার চিকিৎসা করা হয় না, তখন তা সাময়িকভাবে কমতে পারে কিন্তু পরে আবার ফিরে আসে।

কোমর ব্যথায় কে বেশি আক্রান্ত হয়?

অতিরিক্ত ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৩০ বছরের বেশি বয়সী মহিলাদের দীর্ঘস্থায়ী কোমর ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আপনি যদি ক্রমাগত অনিদ্রা, হতাশা বা উদ্বেগে ভোগেন তবে কোমরের অস্বস্তি আরো ঘন ঘন এবং গুরুতর হতে পারে। কোমরের অস্বস্তি বয়সের সাথে বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে ৪৫ বছর বয়সের পরে।

লক্ষণ:

কোমরের ব্যথা পেশীতে ব্যথা থেকে শুরু করে তীব্র ব্যথা, জ্বালাপোড়া বা ছুরিকাঘাতের সংবেদন পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়াও ব্যথা একটি পায়ে ছড়াতে পারে। বাঁকানো, মোচড়ানো, ভারী জিনিস উত্তোলন, দাঁড়ানো বা হাঁটাতে এটি আরো খারাপ করতে পারে।

কখন ডাক্তার দেখাবেন?

বেশিরভাগ কোমরের ব্যথা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাড়িতে চিকিত্সা এবং স্ব-যত্নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উন্নতি হয়। আপনার কোমরের ব্যথা কয়েক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলতে থাকলে তবে আপনার স্বাস্থ্যসেবা চিকিত্সকের সাথে পরামর্শ করুন যখন-

এটি গুরুতর এবং বিশ্রামের সাথে উন্নতি হয় না।

- অস্বস্তি এক বা উভয় পায়ে, বিশেষ করে হাঁটুর নিচে ছড়িয়ে পড়ে।
- এর ফলে এক বা উভয় পায়ে দুর্বলতা, অসাড়তা বা ঝাঁকুনি দেখা দেয়।
- ওজন হ্রাসের সাথে যুক্ত।
- প্রসাব আটকে গেলে বা ফোটায় ফোটায় ঝরলে।

কারণসমূহ:

কোমরে ব্যথা প্রায়শই একটি পরীক্ষা বা ইমেজিং স্টাডিতে দেখানো কোনো কারণ ছাড়াই বিকাশ লাভ করে। সাধারণত কোমরে ব্যথার সাথে যুক্ত শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে:

- পেশী বা লিগামেন্ট স্ট্রেইন- নিয়মিতভাবে ভারী উত্তোলন, সেইসাথে অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রাকৃতিক নড়াচড়া পেছনের পেশী এবং লিগামেন্টগুলিকে চাপ দিতে পারে। দুর্বল শারীরিক অবস্থার লোকেরা ঘন ঘন কোমরে চাপের ফলে পেশীর খিঁচুনি অনুভব করতে পারে।
- ডিস্ক ফেটে যাওয়া- ডিস্কগুলি মেরুদণ্ডের হাড়ের মধ্যে কুশন

হিসেবে কাজ করে। একটি ডিস্কের মধ্যে থাকা নরম পদার্থটি স্নায়ুর উপর চাপ দিয়ে ফুলে উঠতে বা ফেটে যেতে পারে। মেরুদণ্ডের এক্স-রে, সিটি স্ক্যান বা অন্যান্য কারণে সঞ্চালিত এমআরআই-তে ডিস্কের রোগ প্রায়শই শনাক্ত করা হয়।

- বাত- অস্টিওআর্থারাইটিস কোমরের নিচের অংশের ক্ষতি করতে পারে। কিছু পরিস্থিতিতে, মেরুদণ্ডের আর্থ্রাইটিস মেরুদন্ডের চারপাশের অংশকে সংকুচিত করতে পারে, একটি অবস্থা যা স্পাইনাল স্টেনোসিস নামে পরিচিত।
- অস্টিওপোরোসিস- যদি হাড়গুলি ছিদ্রযুক্ত এবং ভঙ্গুর হয়ে যায়, তাহলে মেরুদণ্ডের কশেরুকা ভেঙে যেতে পারে এবং অস্বস্তি হতে পারে।
- অ্যানকিলোজিং স্পন্ডিলাইটিস- সাধারণত অক্ষীয় স্পন্ডিলোআর্থারাইটিস নামে পরিচিত। এই প্রদাহজনক অবস্থার কারণে মেরুদণ্ডের কিছু হাড় ফিউজ হতে পারে। এতে মেরুদণ্ডের নমনীয়তা কমে যায়।

চিকিৎসা:

ব্যথা উপশমকারী এবং তাপের ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে। কোমরের ব্যথার সাথে, যতটা সম্ভব অনেক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ চালিয়ে যান। একটি হালকা কার্যকলাপ চেষ্টা করুন, যেমন হাঁটা। অস্বস্তি সৃষ্টি করে এমন কোনো কাজ বন্ধ করুন, কিন্তু ব্যথার কারণে ব্যায়াম এড়াবেন না। যদি কয়েক সপ্তাহ পরে বাড়িতে চিকিত্সা অকার্যকর হয়, তবে আপনার চিকিৎসক আরো শক্তিশালী ওষুধ বা অন্যান্য থেরাপি দিতে পারেন।

ওষুধ:

ওষুধগুলি কোমরের ব্যথার ধরণের ওপর নির্ভর করে। তারা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

- ব্যথা উপশমকারী- ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ওষুধ (NSAIDs) যেমন ibuprofen (Advil, Motrin IB, এবং অন্যান্য) বা naproxen সোডিয়াম (Aleve) সাহায্য করতে পারে। এই ওষুধগুলি ঠিক পরামর্শ মতো সেবন করুন। অতিরিক্ত ব্যবহারে নেতিবাচক প্রভাব হতে পারে। যদি ওভার-দ্য-কাউন্টার ব্যথার ওষুধগুলি উপশম দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আপনার ডাক্তার প্রেসক্রিপশন NSAIDs সুপারিশ করতে পারেন।
- পেশী শিথিলকারী- যদি ব্যথার ওষুধগুলি হালকা থেকে মাঝারি কোমোরের অস্বস্তির জন্য কাজ না করে তবে একটি পেশী শিথিলকারী সাহায্য করতে পারে। পেশী শিথিলকারী মাথা ঘোরা এবং ক্লান্তি সৃষ্টি করতে পারে।
- সাময়িক ব্যথার ওষুধ ব্যবহার করুন- এই পণ্যগুলি ত্বকের মাধ্যমে ব্যথা উপশমকারী রাসায়নিকগুলি পরিচালনা করে, যার মধ্যে ক্রিম এবং মলম রয়েছে।
- মাদকদ্রব্য- অক্সিকোডোন বা হাইড্রোকডোনের মতো ওষুধগুলি নিবিড় চিকিৎসা তত্ত্বাবধানে সীমিত সময়ের জন্য নেওয়া যেতে পারে।
- এন্টিডিপ্রেসেন্টস- কিছু এন্টিডিপ্রেসেন্ট, বিশেষ করে ডুলোক্সেটিন (সিম্বাল্টা) এবং ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসেন্ট যেমন অ্যামিট্রিপটাইলাইন, দীর্ঘস্থায়ী কোমোরের ব্যথা উপশম করতে প্রদর্শিত হয়েছে।

ফিজিওথেরাপি:

একজন ফিজিওথেরাপিস্ট নমনীয়তা বৃদ্ধি, কোমরের এবং পেটের পেশী শক্তিশালীকরণ এবং অঙ্গবিন্যাস উন্নত করার জন্য ব্যায়াম প্রদর্শন করতে পারেন। এই পদ্ধতিগুলির নিয়মিত ব্যবহার অস্বস্তি রোধ করতে সহায়তা করতে পারে। থেরাপিস্টরাও আপনাকে শেখাবে কীভাবে কোমোরের ব্যথার সময় আপনার গতিগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে হয় যাতে সক্রিয় থাকাকালীন ফ্লেয়ার-আপগুলি এড়ানো যায়।

অস্ত্রোপচার এবং অন্যান্য পদ্ধতি:

কোমর ব্যথার চিকিত্সার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- কর্টিসল ইনজেকশন- বিভিন্ন চিকিৎসা যদি পায়ের নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়া ব্যথা কমাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে মেরুদণ্ড এবং স্নায়ুর আশেপাশের এলাকায় কর্টিসোনের ইনজেকশন একটি অসাড় ওষুধের সাথে মিলিত হতে পারে। কর্টিসল ইনজেকশন স্নায়ুর চারপাশে প্রদাহ কমায়, যদিও ব্যথা উপশম সাধারণত মাত্র এক বা দুই মাস স্থায়ী হয়।
- রেডিওকম্পাঙ্ক অপসারাণ- এই পদ্ধতিতে ব্যথার উৎসের কাছে ত্বকের মধ্য দিয়ে একটি ছোট সুই ঢোকানো জড়িত। রেডিও তরঙ্গগুলি সুচের মাধ্যমে পাঠানো হয়, যা সংলগ্ন স্নায়ুর ক্ষতি করে। স্নায়ুর ক্ষতি মস্তিষ্কে ব্যথা সংকেত প্রেরণে ব্যাঘাত ঘটায়।
- ইমপ্লান্ট করা স্নায়ু উদ্দীপক- ত্বকের নীচে রাখা ডিভাইসগুলি নির্দিষ্ট স্নায়ুতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গবেগ দিতে পারে, ব্যথা সংকেতকে ব্লক করে।
- সার্জারি- মেরুদণ্ডের স্থান বাড়ানোর জন্য অস্ত্রোপচার করা তাদের জন্য উপকারী হতে পারে যাদের পেশী দুর্বল। এই সমস্যাগুলি হার্নিয়েটেড ডিস্ক বা অন্যান্য ব্যাধিগুলির সাথে সংযুক্ত হতে পারে যা মেরুদণ্ডের গর্তকে সংকুচিত করে।

প্রতিরোধ:

কোমর সুস্থ ও মজবুত রাখতে:

- ব্যায়াম- নিয়মিত লো-প্রভাব বায়বীয় ক্রিয়াকলাপ যা কোমরে চাপ বা ঝাঁকুনি দেয় না তা কোমরের শক্তি এবং সহনশীলতা উন্নত করতে পারে এবং পেশীগুলিকে আরো দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে দেয়। হাঁটা, ঝাঁকুনি এড়ানো এবং সাঁতার কাটা সবই চমৎকার বিকল্প।
- পেশী শক্তি এবং নমনীয়তা বৃদ্ধি- পেটের এবং পেছনের পেশীগুলির ব্যায়ামগুলি পেশীগুলিকে প্রশিক্ষণ দেয় যাতে তারা মেরুদণ্ডকে সমর্থন করার জন্য একসাথে কাজ করে।
- একটি স্বাস্থ্যকর ওজন রাখুন। অতিরিক্ত ওজনের কারণে পেছনের পেশীতে চাপ পড়ে। মেরুদণ্ডের ভারসাম্য অনিয়ন্ত্রিত হয়। উচ্চতা অনুযায়ী ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- ধুমপান ত্যাগ- ধূমপান কোমরে ব্যথার ঝুঁকি বাড়ায়। প্রতিদিন ধূমপান করাতে ডিস্কের ক্ষয় বৃদ্ধি পায়, তাই ত্যাগ করা এটিকে ক্ষয় হ্রাস করতে সহায়তা করবে।
- স্মার্টভাবে দাঁড়ান- একটি নিরপেক্ষ পেলভিস অবস্থান বজায় রাখুন। বর্ধিত পরিমাণে দাঁড়িয়ে থাকার সময়, নীচের পিঠের কিছুটা চাপ উপশম করার জন্য একটি পা নিচু রাখুন।
- স্মার্টভাবে বসুন- নিম্ন-পিঠে শক্তিশালী সমর্থন, আর্মরেস্ট এবং একটি সুইভেল বেসসহ একটি আসন নির্বাচন করুন। পিঠের ছোট অংশে একটি বালিশ বা ঘূর্ণিত তোয়ালে রাখা তার প্রাকৃতিক বক্ররেখা রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। প্রতি আধা ঘণ্টায় অন্তত একবার, নিয়মিত অবস্থান পরিবর্তন করুন।
- স্মার্ট উত্তোলন কৌশল ব্যবহার করুন- যখনই সম্ভব ভারী উত্তোলন এড়িয়ে চলুন। আপনার যদি ভারী কিছু তুলতে হয় তবে আপনার পাগুলিকে চেষ্টা করতে দিন। আপনার পিঠ সোজা রাখুন এবং কেবল আপনার হাঁটু বাঁকুন। লোড আপনার শরীরের কাছাকাছি রাখুন।

যে ৫ অভ্যাসে বাড়ে রক্তচাপের ঝুঁকি

আপনজন ডেস্ক: রোজকার কর্মব্যস্ত জীবনযাপন আমাদের নানা রোগব্যাধির কারণ হয়ে উঠছে। ডায়াবেটিস, ওবেসিটি কিংবা রক্তচাপ তো ঘরে ঘরে। এসব রোগের পেছনে রয়েছে দৈনন্দিন নানা অভ্যাস।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)র তথ্যমতে, বিশ্বে তিন জনের মধ্যে এক জন প্রাপ্তবয়স্ক উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন। এই রোগের সঙ্গে কিডনির সমস্যা, হার্টের সমস্যা ছাড়াও নানা রোগ বাসা বাঁধে শরীরে। চলুন জেনে নেই দৈনন্দিন কোন অভ্যাসগুলো বাড়িয়ে দেয় রক্তচাপের ঝুঁকি:

মানসিক চাপ

মানসিক চাপ বাড়লে বাড়ে রক্তচাপও। কোনও ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপে ভুগলে ক্ষতি হতে পারে রক্তপ্রবাহের। তাই মানসিক চাপকে কোনভাবেই অবহেলা নয়।

অতিরিক্ত লবণ

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সবার আগে লবণ খাওয়ার পরিমাণে লাগাম টানুন। লবণে থাকা সোডিয়াম রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। শুধু খাবারে পরিমাণ মতো লবণ নয় বাজারের নানা প্যাকেটজাত খাবার ও প্রক্রিয়াজাত খাবারে অতিরিক্ত লবণ থাকে যা বাড়ায় রক্তচাপের সমস্যা।

অনিদ্রা

অনিদ্রা বাড়ায় মানসিক চাপ, যা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বাড়ায়। তাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘুমের অভ্যাসে লাগাম টানতে হবে। অতিরিক্ত রাত জাগার অভ্যাস থাকলে পরিহার করাই ভালো।

মদ্যপান

অতিরিক্ত মদ্যপান করলে শরীরে মেদ জমে যা রক্তবাহী শিরা ও ধমনীর দেওয়াল ছোট করে দেয়। তাই রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা দেখা দেয়, যা রক্তচাপ বৃদ্ধি করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

শরীরচর্চা না করা

শরীরচর্চা না করলেই শরীরে মেদ জমতে শুরু করে। অতিরিক্ত ওজন বাড়িয়ে দেয় উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা। তাই শরীর চাঙ্গা রাখতেও নিয়ম করে শরীরচর্চা করুন।

অল্টারনেটিভ মেডিসিন

ওটসের যত উপকার

আপনজন ডেস্ক: অ্যাভেনা স্যাটিভা, যাকে আমরা ওটস নামে চিনি। আমাদের বেশ পরিচিত একধরনের শস্য। যা সাধারণত অনেকের সকালের নাস্তা। আবার বেকড পণ্য যেমন মাফিন, গ্রানোলা বার, কুকি ইত্যাদিতেও ওটস এর ব্যবহার লক্ষণীয়।

এটিকে সবচাইতে স্বাস্থ্যকর শস্য বলা হয়ে থাকে। গ্লুটেন মুক্ত ওটসে রয়েছে ভিটামিন, খনিজ, আঁশ এবং প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা শরীরের জন্য বেশ উপকারী। ওটসের স্বাস্থ্যগত আরো গুণ আছে।

ওটসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট এবং আঁশ। আবার অন্যান্য শস্যের চাইতে এতে প্রোটিন ও ফ্যাটের পরিমাণও তুলনামূলক বেশি রয়েছে। সঙ্গে আছে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ। অ্যাভেনানথ্রামাইড নামক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এমন এক উপাদান যা নাইট্রিক অক্সাইডের উৎপাদন বাড়িয়ে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। ওটসে এই উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে।

ওটসের দ্রবণীয় আঁশে রয়েছে নানা রকম গুণাগুণ। এই উপাদান রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে যার ফলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। আবার অন্ত্রের স্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়া বাড়াতেও সাহায্য করে।

হৃদরোগ বর্তমান বিশ্বে মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রক্তের উচ্চ কোলেস্টেরলের মাত্রা এই রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

ওটসে আছে বিটা-গ্লুকোন আঁশ। এই উপাদান রক্তের ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরলকে অক্সিডেশন থেকে রক্ষা করে। পাশাপাশি ধমনী ও টিস্যুর প্রদাহ কমাতে পারে।

ওটসে থাকা দ্রবণীয় বিটা-গ্লুকান আঁশ ইনসুলিন সংবেদনশীলতা দূর করতে সাহায্য করে এবং রক্তের শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

ওজন কমাতেও ওটস বিশেষভাবে কার্যকর। প্রচুর পরিমাণে আঁশ সমৃদ্ধ ওটস খেলে পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকে। এতে ঘনঘন খাওয়ার প্রবণতা কমে আসে, যার ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

প্রাচীনকাল থেকেই মিহিভাবে পিষে রাখা ওটস শুষ্ক ত্বকের চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একজিমাসহ ত্বকের যেকোনো সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করতে পারেন এই শস্য।

হজমের ক্ষেত্রেও ওটসের রয়েছে বিশেষ অবদান। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে শুরু করে গ্যাস্ট্রিকের মতো রোগ থেকেও মুক্তিতে সহায়তা করে ওটস।

প্রতিদিন টমেটো খাওয়া ভালো নাকি খারাপ

আপনজন ডেস্ক: রান্নায় স্বাদ বাড়াতে এই রঙিন সবজিটির কোনও তুলনা হয় না পাতে পড়লেই যেন রান্নার স্বাদ বেড়ে যায়। জিভে পানি চলে আসে। তবে রোজ এই সবজি খাওয়ার একটা বিশেষ উপকারিতাও রয়েছে। হয়তো অনেকেই জানেন না যে নিয়মিত টমেটো খেলে হার্ট ভীষণ ভালো থাকে। হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে রান্নায় টমেটো ব্যবহার করা অত্যন্ত উপকারী। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে ভীষণ উপকারী টমেটো। ব্লাড সুগারের রোগীদের জন্য ভীষণ উপকারী এই সবজি। তাই সুগার নিয়ন্ত্রণে রোজ খান টমেটো। এতে ক্যানসার প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এই উপাদান রোজ খেলে ক্যানসার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। তাই ক্যানসার থেকে বাঁচতে রোজ পাতে রাখতে পারেন টমেটো। বা টমেটোর জুস করেও খেতে পারেন।

ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে টমেটো। যারা নিয়মিত শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য টমেটো মহৌষধের মতো কাজ করতে পারে। রোগ প্রতিরোধ করতে এর কোনও তুলনা হয় না। কন্সটিপেশনের সমস্যা দূর করতে পারে টমেটো। যাদের পেট পরিষ্কার হতে চায় না তারা টমেটোর জুস খেতে পারেন। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে এর জুড়ি মেলা ভার।

লাউয়ের রস খেলে পাবেন যত উপকার

আপনজন ডেস্ক: সবজি হিসেবে লাউকে খুব বেশি পছন্দের তালিকায় রাখেন না অনেকেই। তবে এর উপকার জানলে কিন্তু এত থেকে আশি সবাই খেতে চাইবেন এই সবজি। রোজ সকালে খালি পেটে সেদ্ধ লাউ বা লাউয়ের রস খাওয়া কঠিন হলেও রক্তে ‘খারাপ’ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে বা পেট ঠাণ্ডা রাখতে এর জুড়ি হয় না।

ঘাম ঝরা দিনের প্রস্তুতি ঘাম ঝরা দিনের প্রস্তুতি তবে পুষ্টিবিদেরা বলেন শুধু শরীর নয়, ত্বকের সমস্যা দূর করতেও সাহায্য করে এই সবজি। চলুন জেনে নেই নিয়মিত লাউয়ের রস খেলে ত্বকের উপকারগুলো:

বলিরেখা কমায়

লাউয়ে রয়েছে ভিটামিন সি ও জিঙ্ক। ত্বকের তারুণ্য বজায় রাখতে এই দুইটি উপাদান ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত ত্বকে বলিরেখা দেখতে না চাইলে নিয়মিত লাউয়ের রস খেতে পারেন।

ত্বক টান টান রাখে

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ত্বকের টান টান ভাব নষ্ট হয়। অল্প বয়সে ত্বকের ‘ইলাস্টিসিটি’ নষ্ট হলে মুখে বয়সের ছাপ পড়ে। এই ধরনের সমস্যা দূর করে লাউ।

জেল্লা ফেরায়

লাউয়ে রয়েছে ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও নানা রকম খনিজ। এসব উপাদান

২ ম্যাচ নিষিদ্ধ রোনালদো, হয়েছে জরিমানাও

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসির নাম শুনলেই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। মেজাজ হারিয়ে করেন অশালীন অঙ্গভঙ্গি। সৌদি প্রো লীগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মেসির নামে স্লোগান শুনে এখন পর্যন্ত তিনবার 'গোপনাঙ্গে হাত দিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি' করেছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার। সবশেষ প্রো লীগের ম্যাচে আল শাবাব এফসির বিপক্ষেও একই আচরণ দেখান সিআরসেভেন। এতে ক্রিস্টিয়ানোকে নিষিদ্ধ করেছে সৌদি ফুটবল ফেডারেশন। দেয়া হয়েছে অর্থদণ্ডও। গত রোববার আল শাবাবের বিপক্ষে বিতর্কিত আচরণটি প্রদর্শন করেন রোনালদো। রিয়াদ ডার্বিতে আল শাবাব দর্শকদের 'মেসি মেসি' স্লোগানের জবাবে গোপনাঙ্গে হাত দিয়ে অশ্লীলতা দেখান সিআরসেভেন। সৌদি অ্যারাবিয়ান গণমাধ্যমগুলোর খবর, নিজের আচরণের জন্য দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তবে জরিমানার পরিমাণ জানা যায়নি। আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারি প্রো লীগের ম্যাচে আল হাজমের বিপক্ষে খেলবে আল নাসর। এরপর ৪ঠা মার্চ আল এইনের বিপক্ষে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লীগ কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ খেলবে আল নাসর। নিষেধাজ্ঞার কারণে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ দুটি খেলতে পারবেন না পাঁচবারের বর্ষসেরা তারকা। ২০২৩ সালের এপ্রিলের ঘটনা। প্রো লীগের ম্যাচে আল হিলাল এফসির মুখোমুখি হয় আল নাসর এফসি। সেই ম্যাচে মেসির নামে স্লোগান শুনে প্রথমবারের মতো রাইভালদের উদ্দেশ্যে গোপানাঙ্গে হাত দিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন রোনালদো। যদিও সেই ঘটনাকে ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে বলে দাবি করেছিল আল নাসর। ক্লাবটির বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'কুঁচকির চোটের কারণে এমন করেছিলেন রোনালদো। এটা নিশ্চিত তথ্য। দর্শকরা যা ইচ্ছা ভাবতে পারে।' এরপর চলতি ফেব্রুয়ারির শুরুতে রিয়াদ সিজন কাপে আল হিলালের বিপক্ষেই মেসির নামে স্লোগান শোনেন রোনালদো। মাঠে ক্ষিপ্ত ক্রিস্টিয়ানো অশালীন অঙ্গভঙ্গি না করলেও ড্রেসিংরুমে যাওয়ার পথে দেখান বিশ্রি আচরণ। টানেলের প্রবেশ পথে রোনালদোর উদ্দেশ্যে কেউ একজন আল হিলালের স্কার্ফ (ক্লাব পতাকা) ছুঁড়ে মারে। তা কুঁড়িয়ে নিজের শর্টসের ভেতরে ঢুকিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন রোনালদো। এরপর গ্যালারিতে সেই স্কার্ফ ছুঁড়ে মারেন। নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত হওয়ার আগেই সৌদি প্রো লীগের শৃঙ্খলা কমিটির সাবেক প্রধান আয়মান আল রিফাই জানান, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির জন্য শাস্তি প্রাপ্য ক্রিস্টিয়ানোর। এক বা দুই ম্যাচের জন্য হতে পারেন নিষিদ্ধ। একই সঙ্গে দেয়া হতে পারে অর্থদণ্ড। সৌদি অ্যারাবিয়ান জার্নালিস্ট ওয়ালিদ আল ফারাজ বলেছিলেন, 'শৃঙ্খলা কমিটি বিষয়টি পর্যালোচনা করছে। কী হয়, তা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করব। সবকিছুরই একটা সীমা আছে। আপনি যতই বিখ্যাত হোন, তাতে কিছু আসে যায় না। (শাস্তির ব্যাপারে) বড় লীগগুলো কঠোরই হয়।'

নেতার ছেলের জন্য জোর করে অধিনায়ক পরিবর্তন

আপনজন ডেস্ক: ভারতের চলমান রঞ্জি ট্রফিতে নেতার ছেলের চাওয়াতে নেতৃত্ব থেকে জোর করে সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার হনুমা বিহারী। ভারতীয় এই তারকা ক্রিকেটার সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, তাকে জোর করে নেতৃত্ব থেকে সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তার এমন অভিযোগের পর অন্ধ্র প্রদেশ ক্রিকেট বোর্ড তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছে।
হনুমা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেন, 'বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে অধিনায়ক ছিলাম। সেই ম্যাচে দলের ১৭ নম্বর খেলোয়াড়ের উপর চিৎকার করেছিলাম। ও গিয়ে নিজের বাবাকে (যিনি একজন রাজনীতিবিদ) অভিযোগ করে। ওর বাবা রাজ্য সংস্থাকে নির্দেশ দেন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। গত বারের ফাইনালিস্ট বাংলার বিরুদ্ধে আমরা ৪১০ তাড়া করে জিতলেও কোনও কারণ ছাড়াই আমাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়।' হনুমার এমন অভিযোগের পর মুখ খোলেন তার সতীর্থ কেএন শ্রুধবিরাজ। তিনি লেখেন, 'আমিই সেই ছেলে যাকে আপনারা সবাই খুঁজছেন। যা আপনারা শুনেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কখনো ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং খারাপ ভাষা গ্রহণযোগ্য নয়। সবাই জানে সেদিন কী হয়েছিল। সে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করছে।'
এরপর হনুমা একটি চিঠি পোস্ট করেন। সেই চিঠিতে তার ১৫ জন সতীর্থের সই রয়েছে। চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'হনুমার বিরুদ্ধে এক সতীর্থকে খারাপ ভাষায় আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু সেদিন কেউ ওই ক্রিকেটারকে খারাপ ভাষায় আক্রমণ করেনি বা গালিগালাজ করেনি। হনুমা আমাদের মধ্যে থেকে সেরাটা বের করে নিয়ে আসে। ওর নেতৃত্বে আমরা এক হয়ে খেলি এবং সে কারণেই আমরা সাতবার নকআউটের যোগ্যতা অর্জন করেছি।' এমন বিতর্কের মধ্যেই হনুমাকে ইউটিউব শোতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতীয় তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'হনুমা, তুমি কি তৈরি?' জবাবে হনুমা লেখেন, 'তুমি তৈরি থাকলেই আমি তৈরি।'
অনেকে বলছেন অশ্বিনের সেই ইউটিউব শোতে হনুমা উপস্থিত হলে বিতর্ক আরও বেড়ে যাবে।

রঞ্জিতে শেষ দুই ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরি, জুটিতে ২৩২ রান

আপনজন ডেস্ক: তাই বলে শেষ উইকেটে ২৩২ রান! অবিশ্বাস্য লাগলেও এমন কীর্তির দেখা মিলেছে রঞ্জি ট্রফিতে। টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে আজ বরোদার বিপক্ষে মুম্বাইয়ের হয়ে এমন কীর্তি গড়েছেন তানুশ কোটিয়ান ও তুষার দেশপান্ডে। দুজনেই পেয়েছেন সেঞ্চুরি। ব্যাটিং অর্ডারের শেষ দুজন ব্যাটসম্যানই সেঞ্চুরি করেছেন, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এমন ঘটনা ঘটল দ্বিতীয়বার। শেষ উইকেট জুটিতে ২৩২ রান করার পরও রঞ্জি ট্রফির সর্বোচ্চ রান তোলার রেকর্ড ছুঁতে পারেননি তানুশ ও তুষার। সেটা অবশ্য মাত্র ১ রানের জন্য। ১৯৯১-৯২ মৌসুমে দিল্লির হয়ে অজয় শর্মা ও মনিন্দর সিং ২৩৩ রানের জুটি গড়েছিলেন। সেদিন অবশ্য দুজন সেঞ্চুরি পাননি। অজয় শর্মা পেয়েছিলেন ডাবল সেঞ্চুরি আর মনিন্দর সিং করেছিলেন ৭৮ রান। আজকের আগে দশম ও এগারোতম ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরির রেকর্ড সেই ১৯৪৬ সালে। ইন্ডিয়ানস বনাম সারের ম্যাচে সেঞ্চুরি করা দুই ব্যাটসম্যান ছিলেন চান্দু সারওয়াতে আর সুঁটে ব্যানার্জি। তুষার অবশ্য এগারো নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে রঞ্জি ট্রফিতে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়েছেন। তাঁর ১২৩ রানই এগারো নম্বরে নেমে সর্বোচ্চ, ভেঙেছেন ২০০১ সালে তামিলনাড়ুর হয়ে বিদ্যুৎ লক্ষ্মণ শিবারামাকৃষ্ণনের করা ১১৫ রানের রেকর্ড। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শেষ উইকেট জুটিতে শীর্ষ পাঁচ রান সংগ্রাহকের তালিকায় যদিও তানুশ ও তুষার ঢুকতে পারেননি; প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শেষ উইকেট জুটিতে সর্বোচ্চ রান তোলার রেকর্ড অ্যালান কিপ্যাক্স ও হাল হুকারের। ১৯২৮-১৯২৯ মৌসুমে মেলবোর্নে শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচে নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে ভিক্টোরিয়ার বিপক্ষে ৩০৭ রানের জুটি গড়েন কিপ্যাক্স ও হুকার। তুষার ও তানুশের ২৩২ রানের জুটিতে আজ কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ দিনে বরোদাকে ৬০৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছে মুম্বাই। মধ্যাহ্নবিরতিতে যাওয়ার আগে বরোদা বিনা উইকেটে ৬ রান করেছে।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ড নামিবিয়ার লফটি-ইটনের

আপনজন ডেস্ক: ছেলেদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ড গড়েছেন নামিবিয়ার ইয়ান নিকোল লফটি-ইটন। আজ কীর্তিপুরে স্বাগতিক নেপালের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে এই রেকর্ড গড়েন তিনি। লফটি-ইটন ভাঙলেন নেপালেরই কুশল মাল্লার রেকর্ড।
লফটি-ইটন আজ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন মাত্র ৩৩ বলে। গত সেপ্টেম্বরে হাংঝুতে এশিয়ান গেমসে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন মাল্লা। একই ম্যাচে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েছিলেন দীপেন্দ্র সিং ঐরী, নেপাল তুলেছিল রেকর্ড ৩ উইকেটে ৩১৪ রান।
আজ ১১তম ওভারে ৬২ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা নামিবিয়া। লফটি-ইটন নামেন ৫ নম্বরে, এরপরই তোলেন ঝড়। মাত্র ১৮ বলে ফিফটি পান। ১৯তম ওভারের তৃতীয় বলে ঐরীর বলেই চার মেরে দ্রুততম সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন এ বাঁহাতি।
৩৬ বলে ১০১ রানের ইনিংসে লফটি-ইটন মারেন ১১টি চার ও ৮টি ছক্কা। মানে বাউন্ডারি থেকেই তিনি তোলেন ৯২ রান। নামিবিয়ার কোনো ব্যাটসম্যানের যেটি রেকর্ড। আগের রেকর্ড ছিল জিন-পিয়ের কোটজের ৮২ রান।
চতুর্থ উইকেটে ম্যালান ক্রুগারের সঙ্গে ৫২ বলে ১৩৫ রান যোগ করেন লফটি-ইটন, যেটি চতুর্থ উইকেটে নামিবিয়ার সর্বোচ্চ। ২০ ওভারে নামিবিয়া তোলে ৪ উইকেটে ২০৬ রান। ওপেনিংয়ে নামা ক্রুগার অপরাজিত থাকেন ৪৮ বলে ৫৯ রানে।
রানতাড়ায় মিডল অর্ডারে অধিনায়ক রোহিত পৌডেল (২৪ বলে ৪২), মাল্লা (২১ বলে ৩২) ও ঐরী (৩২ বলে ৪৮) চেষ্টা করলেও ৭ বল বাকি থাকতে ১৮৬ রানে গুটিয়ে যায় নেপাল। সেঞ্চুরির পর বোলিংয়ে ২৯ রানে ২ উইকেট নেন লফটি-ইটন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৩তম খেলোয়াড় হিসেবে একই ম্যাচে সেঞ্চুরি ও কমপক্ষে ২ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন তিনি।
সিরিজের পরের ম্যাচে আগামীকাল নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে নেপাল, ২৯ ফেব্রুয়ারি একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলবে নামিবিয়া।

সেঞ্চুরি করে ৩১ লাখ টাকার গাড়ি উপহার পেলেন বাবর

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) কাল সেঞ্চুরি করেছেন বাবর আজম। জন্মশহর লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ৬৩ বলে ১১১ রানের ঝলমলে ইনিংসে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডকে ৮ রানে হারিয়ে দেয় বাবরের দল পেশোয়ার জালমি। টি-টোয়েন্টিতে এটি তাঁর ১১তম সেঞ্চুরি।
কাল ম্যাচ জেতানো ইনিংসটির পর দারুণ এক সুখবরও পেয়েছেন বাবর। সময়ের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান বিখ্যাত মরিস গ্যারেজ (এমজি) ব্র্যান্ডের গাড়ি উপহার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন পেশোয়ার জালমির মালিক জাভেদ আফ্রিদি। প্রথম দুই ম্যাচ হেরে পিএসএল শুরু করা পেশোয়ার পরের তিন ম্যাচ জিতে দারুণভাবে ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছে বাবরের কারণেই। দলকে যেমন সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তেমনি ব্যাট হাতেও পারফর্ম করছেন। দুই ফিফটি ও এক সেঞ্চুরিতে ৮২.৫০ গড়ে ৩৩০ রান নিয়ে বাবরই এখন পিএসএলের রান সংগ্রাহকদের তালিকায় শীর্ষে। স্ট্রাইক রেটও দারুণ—১৫১.৩৮।
এমন পারফরম্যান্সের পর ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে বাবরের হয়তো একটা পুরস্কার পাওনাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পেশোয়ারের মালিক জাভেদ আফ্রিদি সেটার ঘোষণা দিতে গিয়ে চমকই দিয়েছেন।
নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে মরিস গ্যারেজের 'এইচএস এসেন্স ১.৫টি' মডেলের একটি গাড়ির ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'বাবর আজমের জন্য এমজি উপহার। (পাকিস্তানে) সে-ই প্রথম এমসি এসেন্স চালাবে। (গাড়িটি) পাকিস্তানে তৈরি।'
এমজি হলো যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে তাদের বিভিন্ন মডেলের গাড়ি পাকিস্তানেও তৈরি করা হচ্ছে। পেশোয়ারের মালিক জাভেদ আফ্রিদি বাবরকে 'এইচএস এসেন্স ১.৫টি' মডেলের যে গাড়ি উপহার দিয়েছেন, সেটা পাকিস্তানেই তৈরি। এর দাম ৮০ লাখ ৯৯ হাজার পাকিস্তানি রুপি, বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩১ লাখ ৮২ হাজার টাকা।

একাদশে সুযোগ পাবেন না জেনে অবসরে ওয়াগনার

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন নিউজিল্যান্ডের পেসার নিল ওয়াগনার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচের একাদশে তিনি থাকবেন না—নির্বাচকেরা তাঁকে এ কথা জানানোর পর অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এ মাসেই জন্মভূমি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হওয়া সিরিজের শেষ ম্যাচটি তাই হয়ে গেল ওয়াগনারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ।
নিউজিল্যান্ড কোচ গ্যারি স্টিডের সঙ্গে বোঝাপড়ার পরই আজ সংবাদ সম্মেলনে অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন ওয়াগনার। কোচের সঙ্গে আলোচনার পরই ৩৭ বছর বয়সী পেসার নিশ্চিত হন, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের একাদশে থাকছেন না।
ওয়েলিংটনের বেসিং রিজার্ভে হওয়া সংবাদ সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কোচ স্টিডও।
নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৬৪টি টেস্ট খেলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া ওয়াগনার। ক্যারিয়ারে মাত্র ২৭.২৭ গড় ও ৫২.৭ স্ট্রাইক রেটে ২৬০ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ১০০ উইকেট নেওয়া কিউই বোলারদের মধ্যে শুধু স্যার রিচার্ড হ্যাডলিরই তাঁর চেয়ে ভালো স্ট্রাইক রেট ছিল।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন ওয়াগনার। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'আপনি যেখানে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং যা থেকে অনেক কিছু পেয়েছেন, তা থেকে সরে যাওয়া সহজ নয়। কিন্তু এখন সময় এসেছে অন্যদের এগিয়ে যাওয়ার এবং এই দলকে এগিয়ে নেওয়ার। আমি ব্ল্যাক ক্যাপসের হয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি এবং একটি দল হিসেবে আমরা যা অর্জন করতে পেরেছি, তার জন্য আমি গর্বিত।'
৬৪ টেস্টের ক্যারিয়ারের ৩২টি টেস্ট জিতেছেন ওয়াগনার। জয়ী ম্যাচে তিনি ২২ গড়ে উইকেট নিয়েছেন ১৪৩টি। ওয়াগনার ২০০৮ সালে জন্মভূমি দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে ওটাগোর হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে নিউজিল্যান্ডের ডানেডিনে চলে আসেন। ২০১২ সালে কিউইদের হয়ে অভিষেক হয় তাঁর।
নিউজিল্যান্ডকে টেস্টের ১ নম্বর দল বানাতে ও ২০২১ সালে আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা ছিল ওয়াগনারের। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে দলে অনিয়মিত হয়ে পড়েছিলেন; নিউজিল্যান্ডের সর্বশেষ ১৭ টেস্টের ৭টিতে একাদশে ছিলেন রাখা হয়নি তাঁকে।
ওয়াগনারনিউজিল্যান্ড ক্রিকেট ওয়াগনার অবসর নেওয়ায় সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান স্টিভেন স্মিথের সঙ্গে তাঁর লড়াইটা আর দেখা যাবে না। লড়াইয়ে এগিয়ে ছিলেন আক্রমণাত্মক ওয়াগনারই। এই পেসারের বিপক্ষে ৭ ইনিংসে ব্যাটিং করে ৫ বারই আউট হয়েছেন স্মিথ। ওয়াগনারের বিপক্ষে স্মিথের গড় মাত্র ১৬। টেস্টে নিউজিল্যান্ডের পঞ্চম সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ওয়াগনারের কখনো ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার সুযোগ হয়নি।

পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কাশ্মীরের পাহালগামে আছেন শচীন টেন্ডুলকার।

৪ পয়েন্ট ফেরত পেল এভারটন

আপনজন ডেস্ক: প্রিমিয়ার লিগে আর্থিক আইন ভঙ্গের শাস্তি হিসেবে ১০ পয়েন্ট কেটে নেয়া হয়েছিল এভারটনের। যে কারণে রেলিগেশনের সাথে লড়াই শুরু করে দলটি। কিন্তু প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শাস্তির বিপরীতে আপিল করে শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে সিন ডায়চের দল। কেটে নেয়া ১০ পয়েন্টের মধ্যে চার পয়েন্ট ফিরে পেয়েছে দলটি। নভেম্বরে এত বড় শাস্তি পেয়ে দারুনভাবে চাপে পড়েছিল এভারটন। স্বাধীন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা গেছে লিগের লাভ ও টেকশই আইনের অধীনে একটি ক্লাব একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে ক্ষতি করতে পারবে তার থেকেও সাড়ে ১৯ মিলিয়ন পাউন্ড এভারটন ২০২১/২২ মৌসুমে বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল।
তিন বছরের সময়ে শাস্তির মুখ থেকে রক্ষা পেতে একটি ক্লাব সর্বোচ্চ ১০৫ মিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারবে। আইন ভঙ্গ করায় ইংলিশ লিগের ইতিহাসে অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি লিগের সবচেয়ে বড় পয়েন্ট কর্তনের শাস্তিতে পড়ে। যে কারনে তাদেরকে টেবিলের ১৯তম স্থানে নেমে যেতে হয়। কিন্তু স্বাধীন আপিল বোর্ড এভারটনের শাস্তি থেকে চার পয়েন্ট কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে সিন ডায়চের দল টেবিলের ১৫তম স্থানে উঠে এসেছে। এই মুহূর্তে তারা রেলিগেশন জোন থেকে ৫ পয়েন্ট উপরে রয়েছে। লিগ শেষ হতে হাতে রয়েছে আর মাত্র ১২ ম্যাচ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**